BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (8TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : BIYE-SADI

اَلتَّرْغِيْبُ فِى النِّكَاحِ

শাদী করতে উৎসাহ দান

لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা শাদী করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে।'

٤٦٩٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ اَبِىْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلُ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ اِلَى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ يَسْاَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَدْ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّىْ اُصَلِّى الَّيْلَ اَبَدًا ، وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ اُفْطِرُ ، وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ ، لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ ، وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ -

৪৬৯৭ সাঈদ ইবন আবূ মারইয়াম (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী ﷺ-এর বিবিগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তারা এ ইবাদতের পরিমাণ যেন কম মনে করল এবং বলল, আমরা নবী ﷺ-এর সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তাঁর আগে ও পরের সকল

banglainternet.com

গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতের সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সারা বছর রোযা পালন করব এবং কখনও বিরতি দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী বিবর্জিত থাকব–কখনও শাদী করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সকল ব্যক্তি যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ্কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি বেশি আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোযা পালন করি, আবার রোযা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই ও বিয়ে-শাদী করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।

٤٦٩٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ حَسَّانَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ لاَتَعُوْلُوْا ، قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِى الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، يُرِيْدُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِاَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوْا الصَّدَاقَ ، وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ـ

৪৬৯৮ আলী (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়া (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে শাদী কর নারীদের মধ্য যাকে তোমাদের ভাল লাগে–দুই, তিন অথবা চার। কিন্তু তোমাদের মনে যদি ভয় হয় যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"

আয়েশা (রা) বলেন, হে ভাগ্নে! একটি ইয়াতীম বালিকা এমন একজন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ছিল, যে তার সম্পদ ও রূপের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সে তাকে তার সমকক্ষ মহিলাদের চেয়ে কম মোহর দিয়ে শাদী করার ইচ্ছা করে তখন লোকদেরকে নিষেধ করা হলো ঐসব ইয়াতীমের শাদী করার ব্যাপারে; তবে যদি তারা তাদের ব্যাপারে সুবিচার করে ও পূর্ণ মোহর আদায় করে (তাহলে পারবে)। (যদি না পারে) তাহলে তাদের ব্যতীত অন্য নারীদের শাদী করার আদেশ করা হলো।

banglainternet.com

٢٦٤٧. بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَأَرَبَ لَهُ فِى النِّكَاحِ

২৬৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী "তোমাদের মধ্যে যাদের শাদীর সামর্থ্য আছে, সে যেন শাদী করে। কেননা, শাদী তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখতে সাহায্য করবে এবং তার লজ্জাস্থান রক্ষা করবে।" এবং যার দরকার নেই সে শাদী করবে কি না?

٤٦٩٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ لِى إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَيَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللّٰهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هٰذَا أَشَارَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ :أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

৪৬৯৯ উমর ইব্ন হাফস (র) ..... আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সাথে ছিলাম, উসমান (রা) তাঁর সাথে মিনাতে দেখা করে বলেন, হে আবদুর রহমান! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। এরপর তারা উভয়েই এক পার্শ্বে গেলেন। তারপর উসমান (রা) বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনার সাথে এমন একটি কুমারী মেয়ের শাদী দিব, যে আপনাকে আপনার অতীত দিনকে স্মরণ করিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ্ যখন দেখলেন, তার এ শাদীর প্রয়োজন নেই তখন তিনি আমাকে 'হে আলকামা' বলে ডাক দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলতে শুনলাম, আপনি যখন আমাকে এ কথা বলছেন (তখন আমার স্মরণে এর চেয়ে বড় কথা আসছে আর তা হচ্ছে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেন, হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে শাদীর সামর্থ্য রাখে, সে যেন শাদী করে এবং যে শাদীর সামর্থ্য রাখে না, সে যেন 'রোযা' পালন করে। কেননা, রোযা যৌন ক্ষমতাকে অবদমন করবে।

banglainternet.com

٢٦٤٨ . بَابٌ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

২৬৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে শাদী করার সামর্থ্য রাখে না, সে সওম পালন করবে

٤٧٠٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ شَبَابًا لَانَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

৪৭০০ উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (রা) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমরা যুবক বয়সে নবী ﷺ -এর সাথে ছিলাম; অথচ আমাদের কোন কিছু (সম্পদ) ছিল না। এমনি অবস্থায় আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা শাদী করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন শাদী করে। কেননা, শাদী তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে এবং যাদের শাদী করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা পালন করে। কেননা, রোযা তার যৌনতাকে দমন করবে।

٢٦٤٩ . بَابٌ كَثْرَةُ النِّسَاءِ

২৬৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ বহুবিবাহ

٤٧٠١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ زَوْجَةُ النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوْهَا وَلَا تُزَلْزِلُوْهَا وَارْفُقُوْا ، فَاِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ

banglainternet.com

৪৭০১ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আতা (র) বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে 'সারিফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইব্ন আব্বাস

(রা) বলেন, ইনি রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিণী। সুতরাং যখন তোমরা তাঁর জানাযা উঠাবে তখন ধাক্কা-ধাক্কি এবং জোরে নাড়া-চাড়া করো না; বরং ধীরে ধীরে নিয়ে চলবে। কেননা, নবী ﷺ-এর নয়জন বিবি ছিলেন। তিনি আট জনের সাথে পালাক্রমে রাত্রি যাপন করতেন। কিন্তু একজনের সাথে রাত্রি যাপনের পালা ছিল না।

٤٧٠٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

৪৭০২ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই রাতে নবী ﷺ তাঁর সকল বিবির নিকট গমন করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ন'জন স্ত্রী ছিল। অন্য সনদে 'মুসাদ্দাদ' এর স্থলে খলীফা এর নাম উল্লেখ আছে।

٤٧٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ لاَ ، قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً ـ

৪৭০৩ আলী ইব্‌ন হাকাম (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, তুমি শাদী করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, শাদী কর। কেননা, এই উম্মতের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর অধিক সংখ্যক বিবি ছিল।

٢٦٥٠ . بَابُ مَنْ هَاجَرَ أَوْعَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيْجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى .

২৬৫০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কোন নারীকে শাদী করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে অথবা কোন সৎ কাজ করে তবে তার নিয়্যত অনুসারে (ফল) পাবে।

٤٧٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ،

banglainternet.com

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

৪৭০৪ ইয়াহইয়া ইব্‌ন কায়া'আ (র) ..... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, নিয়্যতের ওপরেই কাজের ফলাফল নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য তার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্যই। আর যার হিজরত পার্থিব স্বার্থের জন্য অথবা কোন মহিলাকে শাদী করার জন্য, সে তাই পাবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

٢٦٥١ . بَابُ تَزْوِيْجِ الْمُعْسِرِ الَّذِىْ مَعَهُ الْقُرْاٰنُ وَالْاِسْلاَمُ فِيْهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

২৬৫১. অনুচ্ছেদ ঃ এমন দরিদ্র ব্যক্তির সাথে শাদী যিনি কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে অবহিত। সাহল ইব্‌ন সা'দ নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَسْتَخْصِىْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ـ

৪৭০৫ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করি। আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। তাই আমরা বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি খাসি হয়ে যাব ? তিনি আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন।

٢٦٥٢ . بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِاَخِيْهِ انْظُرْ اَىَّ زَوْجَتَىَّ شِئْتَ حَتّٰى اَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفٍ ـ

banglainternet.com

২৬৫২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ তার (মুসলমান) ভাইকে বলে, আমার স্ত্রীগণের মধ্যে যাকে তুমি চাও, আমি তোমার জন্য তাকে তালাক দেব। এ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيُّ وَعِنْدَ الْاَنْصَارِيِّ امْرَاَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ فَاَتَى السُّوْقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ اَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ اَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ اَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ

৪৭০৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) মদীনায় এলে নবী ﷺ তাঁর এবং সা'দ ইব্‌ন রাবী আল আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে দেন। এ আনসারীর দু'জন স্ত্রী ছিল। সা'দ (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন, আপনি আমার স্ত্রী এবং সম্পদের অর্ধেক নিন। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ আপনার স্ত্রী ও সম্পদের বরকত দিন। আপনি আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন। এরপর তিনি বাজারে গিয়ে পনির ও মাখনের ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করলেন। কিছুদিন পরে রাসূল ﷺ তাঁর শরীরে হলুদ রং-এর ছিটা দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুর রহমান। তোমার কি হয়েছে ? তিনি উত্তরে বললেন, আমি জনৈকা আনসারী রমণীকে শাদী করেছি। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কত মোহর দিয়েছ। তিনি উত্তরে বললেন, একটি খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ। নবী ﷺ বললেন, ওয়ালীমার (বিবাহ ভোজ) ব্যবস্থা কর, যদি একটি বকরী দিয়েও হয়।

٢٦٥٣ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

২৬৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ শাদী না করা এবং খাসি হয়ে যাওয়া অপছন্দনীয়

banglainternet.com

٤٧٠٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ

اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا۔

৪৭০৭ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উসমান ইব্‌ন মাজ'উনকে শাদী থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ তাঁকে যদি অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরাও খাসি হয়ে যেতাম।

٤٧٠٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ لَقَدْ رَدَّ ذٰلِكَ يَعْنِى النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ وَلَوْ اَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا۔

৪৭০৮ আবুল ইয়ামন (র) ..... সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উসমান ইব্‌ন মাজ'উনকে শাদী থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলে, আমরাও খাসি হয়ে যেতাম।

٤٧٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَىْءٌ، فَقُلْنَا اَلَا نَسْتَخْصِىْ ، فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَنْكِحَ الْمَرْاَةَ بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَاَ عَلَيْنَا : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ، وَقَالَ اَصْبَغُ ، اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ شَابٌّ وَاَنَا اَخَافُ عَلٰى نَفْسِىْ الْعَنَتَ وَلَا اَجِدُ مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ ، فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّىْ

banglainternet.com

. ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْ ذَرْ .

৪৭০৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে জিহাদে অংশ নিতাম; কিন্তু আমাদের কোন কিছু ছিল না। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বললাম, আমরা কী খাসি হয়ে যাব ? তিনি আমাদেরকে খাসি হতে নিষেধ করলেন এবং কোন মহিলার সাথে একখানা কাপড়ের বিনিময়ে হলেও শাদী করার অনুমতি দিলেন এবং আমাদেরকে এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন ঃ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

আসবাগ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন যুবক। আমার ভয় হয় যে, আমার দ্বারা না জানি কোন গুনাহ্‌র কাজ সংঘটিত হয়ে যায় ; অথচ আমার শাদী করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। এই কথা শুনে নবী ﷺ চুপ রইলেন। আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি চুপ রইলেন। আমি আবারও অনুরূপভাবে বললাম। তিনি চুপ থাকলেন। আবারও অনুরূপভাবে বললে তিনি উত্তর করলেন, হে আবূ হুরায়রা! যা কিছু তোমার ভাগ্যে আছে, তা লেখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। তুমি খাসি হও বা না হও, তাতে কিছু আসে যায় না।[১]

٢٦٥٤ . بَابُ نِكَاحُ الْاَبْكَارِ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ ﷺ بِكْرًا غَيْرَكِ .

২৬৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী মেয়ের শাদী সম্পর্কে। ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আপনাকে ছাড়া নবী ﷺ আর কোন কুমারী মেয়ে শাদী করেননি।

٤٧١٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيْهِ شَجَرَةٌ قَدْ اُكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِيْ اَيِّهَا كُنْتَ تَرْتَعُ بَعِيْرَكَ ، قَالَ فِي الَّذِيْ لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا

banglainternet.com

১ খাসি হও বা না হও তোমার ভাগ্যে যা আছে, তা অবশ্যই ঘটবে। সুতরাং খাসি হওয়ার দরকার নেই।

تَعْنِىْ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا ـ

৪৭১০ ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ্ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মনে করুন আপনি এমন একটি ময়দানে গিয়ে পৌছলেন, যেখানে একটি গাছের কিছু অংশ খাওয়া হয়ে গেছে। আর এমন আর একটি গাছ পেলেন, যার কিছুই খাওয়া হয়নি। এর মধ্যে কোন গাছের পাতা আপনার উটকে খাওয়াবেন। নবী ﷺ উত্তরে বললেন, যে গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এ কথার দ্বারা আয়েশা (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল– নবী ﷺ তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কুমারীকে শাদী করেননি।

٤٧١١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، اِذْ رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةِ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَاَتُكَ ، فَاَكْشِفُهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ ، فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ ـ

৪৭১১ উবায়দুল্লাহ্ ইবন ইসমাঈল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু'বার করে আমাকে স্বপ্নযোগে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এক ব্যক্তি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাকে দেখে বলল, এই হচ্ছে তোমার স্ত্রী। তখন আমি পর্দা খুলে দেখি, সে তুমিই। তখন আমি বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, তবে তিনি বাস্তবে পরিণত করবেন।

٢٦٥٥. بَابُ الثَّيِّبَاتِ وَقَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ ـ

২৬৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা রমণীকে শাদী করা (প্রসঙ্গে)। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে তোমাদের কন্যা বা বোনকে আমার সঙ্গে প্রস্তাব দিও না।

٤٧١٢ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِىْ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِىْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِىْ فَنَخَسَ

banglainternet.com

بَعِيْرِيْ بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيْرِيْ كَاَجْوَدِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْاِبِلِ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِعُرُسٍ قَالَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبٌ ، قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ . قَالَ اُمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ .

৪৭১২ আবূ নু'মান (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে এক জিহাদ থেকে ফিরছিলাম। আমি আমার দুর্বল উটটি দ্রুত চালাতে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় কে একজন আরোহী আমার পিছন থেকে এসে আমার উটটিকে ছড়ি দ্বারা খোঁচা দিলে উটটি দ্রুত চলতে লাগল। পিছনে ফিরে দেখি নবী ﷺ ; তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, জাবির, তোমার এত তাড়াতাড়ি করার কারণ কী ? আমি উত্তর দিলাম, আমি নতুন শাদী করেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কুমারী শাদী করেছ, না বিধবাকে ? আমি উত্তর দিলাম বিধবাকে। তিনি বললেন, তুমি কেন কুমারী মেয়েকে শাদী করলে না ? যার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে আর সেও তোমার সাথে খেল-তামাসা করত। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমরা মদীনায় প্রবেশ করব এমন সময় নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর এবং রাতে প্রবেশ কর, যেন (তোমার মহিলাটি স্ত্রী) (যার স্বামী এতদিন কাছে ছিল না) নিজের অগোছালো কেশরাশি বিন্যাস করে নিতে পারে এবং ক্ষৌর কার্য করতে পারে।

٤٧١٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ تَزَوَّجْتُ ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَزَوَّجْتَ ؟ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ مَالَكَ وَلِلْعَذَارٰى وَلِعَابِهَا ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ .

৪৭১৩ আদাম (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি শাদী করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন মেয়ে শাদী করেছ ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা রমণীকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের কৌতুকের প্রতি তোমার আগ্রহ নেই ? (রাবী বলেন) আমি এ ঘটনা আমর ইব্ন দীনার (র)-কে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি কেন কুমারী মেয়েকে শাদী করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারত ?

banglainternet.com

٢٦٥٦. بَابُ تَزْوِيْجُ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

২৬৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্ক পুরুষের সাথে অল্প বয়স্কা মেয়ের শাদী

٤٧١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا اَنَا اَخُوْكَ ، فَقَالَ اَنْتَ اَخِيْ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِيْ حَلَالٌ ـ

৪৭১৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবু বকর (রা)-এর কাছে আয়েশা (রা)-এর শাদীর পয়গাম দিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, আমি আপনার ভাই। নবী ﷺ বললেন, তুমি আমার আল্লাহ্র দীনের এবং কিতাবের ভাই। তবে, সে আমার জন্য হালাল।

٢٦٥٧. بَابُ اِلٰى مَنْ يَنْكِحُ وَاَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ اَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفَتِهِ مِنْ غَيْرِ اِيْجَابٍ

২৬৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ প্রকৃতির মেয়ে শাদী করা উচিত এবং কোন্ ধরনের মেয়ে উত্তম এবং নিজের ঔরসের জন্য কোন্ ধরনের মেয়ে পছন্দ করা মুস্তাহাব।

٤٧١٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ صَالِحُوْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهِ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ ـ

banglainternet.com

৪৭১৫ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, উষ্ট্রারোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ বংশীয়া মহিলারা সর্বোত্তম। তারা শিশুদের প্রতি স্নেহশীলা এবং স্বামীর মর্যাদা রক্ষার্থে উত্তম হেফাজতকারিণী।

٢٦٥٨۔ بَابُ اِتِّخَاذُ السَّرَارِيِّ ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

২৬৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ দাসী গ্রহণ এবং আপন দাসীকে মুক্ত করে শাদী করা

٤٧١٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيْدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَاَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَادِيْبَهَا ، ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِيْ فَلَهُ اَجْرَانِ ، وَاَيُّمَا مَمْلُوْكٍ اَدّٰى حَقَّ مَوَالِيْهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ اَجْرَانِ قَالَ الشَّعْبِيُّ خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيْهَا دُوْنَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَعْتَقَهَا ثُمَّ اَصْدَقَهَا ۔

৪৭১৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আপন ক্রীতদাসীকে উত্তম শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। এরপর তাকে মুক্ত করে শাদী করে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। ঐ আহলে কিতাব, যে তার নবীর ওপর ঈমান আনে এবং আমার ওপরে ঈমান এনেছে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর ঐ গোলাম, যে তার প্রভুর হক আদায় করে এবং আল্লাহ্‌রও হক আদায় করে তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব।

٤٧١٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ : بَيْنَمَا اِبْرَاهِيْمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَاَعْطَاهَا هَاجَرَ ، قَالَتْ كَفَّ اللّٰهُ يَدَ الْكَافِرِ وَاَخْدَمَنِيْ اٰجَرَ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : فَتِلْكَ اُمُّكُمْ يَابَنِيْ مَاءِ السَّمَاءِ ۔

banglainternet.com

৪৭১৭ সাঈদ ইবনে তালীদ (র) ও .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ইবরাহীম (আ) তিনবার ব্যতীত কোন মিথ্যা কথা বলেন নি।[1] অত্যাচারী বাদশাহর দেশে তাকে যেতে হয়েছিল এবং তার সাথে 'সারা' (রা) ছিলেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (সেই বাদশাহ) হাজেরাকে তাঁর সেবার জন্য তাঁকে দান করেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্ কাফের থেকে আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন এবং আমার খেদমতের জন্য আজেরা (হাজেরা)-কে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "হে আকাশের পানির সন্তানগণ (কুরাইশ)! এ হাজেরাই তোমাদের মা।"

٤٧١٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ اُمِرَ بِالاَنْطَاعِ فَاُلْقِىَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالاَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْمِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ، فَقَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا ، فَهِىَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا ، فَهِىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطّٰى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ ـ

৪৭১৮ কুতায়বা (রা) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বর এবং মদীনার মাঝখানে তিন দিন অবস্থান করলেন এবং হুয়ায়্যার কন্যা সাফীয়ার সাথে রাতে বাসর যাপনের ব্যবস্থা করলেন। আমি মুসলমানদেরকে ওয়ালীমার দাওয়াত দিলাম। নবী ﷺ দস্তরখানা বিছাবার নির্দেশ দিলেন এবং সেখানে গোশত ও রুটি ছিল না। খেজুর, পনির, মাখন ও ঘি রাখা হল। এটাই ছিল রাসূল ﷺ -এর ওয়ালীমা। উপস্থিত মুসলমানরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল। তিনি (সাফীয়া) রাসূল ﷺ -এর সহধর্মিণীদের মধ্যে গণ্য হবেন অথবা ক্রীতদাসীদের মধ্যে গণ্য হবেন। এরপর তাঁরা ধারণা করলেন যে, যদি নবী ﷺ সাফীয়ার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন, তাহলে নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী হিসাবে গণ্য করা হবে। আর যদি পর্দা না করা হয়, তাহলে তাঁর ক্রীতদাসী হিসাবে মনে করা হবে। যখন নবী ﷺ সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তখন সাফীয়ার জন্য উটের পিছনে জায়গা করলেন এবং তাঁর ও লোকদের মাঝখানে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

٢٦٥٩ . بَابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الاَمَةِ صَدَاقَهَا

banglainternet.com

২৬৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসীকে আযাদ করাকে মোহর হিসাবে গণ্য করা

১. প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ) মিথ্যা বলেননি ; বরং প্রয়োজনবশত দ্বার্থবোধক বাক্য ব্যবহার করেছিলেন।

٤٧١٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ـ

৪৭১৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সাফীয়াকে আযাদ করলেন এবং এই আযাদীকে তার শাদীর মোহরানা হিসাবে ধার্য করলেন।

٢٦٦٠. بَابُ تَزْوِيْجِ الْمُعْسِرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ـ

২৬৬০. অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ব্যক্তির শাদী করা বৈধ। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি তারা দরিদ্র হয়, আল্লাহ্ তার মেহেরবানীতে সম্পদশালী করে দেবেন

٤٧٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَهَبُ لَكَ نَفْسِىْ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاَطَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهُ فَلَمَّا رَاَتِ الْمَرْاَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ ؟ قَالَ لاَوَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ

banglainternet.com

بِإِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৭২০ কুতায়বা (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার জীবনকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নবী ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখলেন, নবী ﷺ তার সম্পর্কে কোন ফয়সালা দিচ্ছে না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনার শাদীর কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সাথে একে শাদী দিয়ে দিন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি আছে? সে উত্তর করলো- না, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে দেখ। কিছু পাও কিনা। এরপর লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছুই পাইনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবার দেখ, লোহার একটি আংটিও যদি পাও। তারপর লোকটি আবার ফিরে গেল। এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাও পেলাম না, কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ (শুধু আছে)। (রাবী) সাহল (রা) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি এর অর্ধেক তাকে দিতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে তোমার তহবন্দ দিয়ে কি করবে? তুমি যদি পরিধান কর, তাহলে তার কোন কাজে আসবে না আর সে যদি পরিধান করে, তবে তোমার কোন কাজে আসবে না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। সে যেতে উদ্যত হলে নবী ﷺ তাকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ আছে? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে হিসাব করল। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি তোমার মুখস্থ আছে? সে বলল, হাঁ। নবী ﷺ বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে তোমার কাছে এই মহিলাটিকে (শাদী) দিলাম।

٢٦٦١. بَابُ الْاَكْفَاءِ فِى الدِّيْنِ وَقَوْلُهُ : وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

banglainternet.com

২৬৬১. অনুচ্ছেদ : স্বামী এবং স্ত্রীর একই দীনভুক্ত হওয়া। আল্লাহ্‌র বাণী, "এবং তিনিই পানি

থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।"

٤٧٢١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا ، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ ، زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ : ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَمَوَالِيكُمْ ، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَاقَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

৪৭২১ আবুল ইয়ামন (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুযায়ফা (রা) ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রাবিয়া ইব্‌ন আবদে শামস, যিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সালিমকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তার সাথে তিনি তাঁর ভাতিজী, ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রাবিয়ার কন্যা হিন্দাকে শাদী দেন। সে ছিল জনৈকা আনসারী মহিলার আযাদকৃত দাস। যেমন নাকি যায়দকে নবী ﷺ পালক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগের রীতি ছিল যে, কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে পালক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করত, তবে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসাবে ডাকত এবং মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত। যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ 'তাদেরকে (পালক পুত্রদেরকে) তাদের জন্মদাতা পিতার নামে ডাক .... তারা তোমাদের মুক্ত করা গোলাম। এরপর থেকে তাদেরকে পিতার নামেই শুধু ডাকা হত। যদি তাদের পিতা সম্পর্কে জানা না যেত, তাহলে তাকে মাওলা বা দীনী ভাই হিসাবে ডাকা হত। তারপর আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা (রা)-এর স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহায়েল ইব্‌ন আমর আল কুরায়শী আল আমিরী নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালিমকে আমাদের পুত্র হিসাবে মনে করতাম; অথচ এখন আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা তো আপনিই ভাল জানেন। এরপর তিনি পুরো হাদীস বর্ণনা করলেন।

banglainternet.com

٤٧٢٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ اَرَدْتِ الْحَجَّ ، قَالَتْ وَاللّٰهِ لَا اَجِدُنِىْ اِلَّا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّىْ وَاشْتَرِطِىْ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ مَحِلِّىْ حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَادِ ـ

৪৭২২ উবায়দা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবা'আ বিনতে যুবায়র-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তোমার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কি ? সে উত্তর দিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবই অসুস্থবোধ করছি (তবে হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।) তার উত্তরে বললেন, তুমি হজ্জের নিয়্যাতে বেরিয়ে যাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই শর্ত আরোপ করে বল, হে আল্লাহ্! যেখানেই আমি বাধাগ্রস্ত হব, সেখানেই আমি আমার ইহ্‌রাম শেষ করে হালাল হয়ে যাব। সে ছিল মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদের স্ত্রী।

٤٧٢٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ـ

৪৭২৩ মুসাদ্দাদ (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাদী করা যায়– তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٤٧٢٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذَا ؟ قَالُوْا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ مَاتَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذَا ؟ قَالُوْا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لَا يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ

banglainternet.com

لَايُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ لَايُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هٰذَا ـ

৪৭২৪ ইবরাহীম ইবন হামযা (র) .... হযরত সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দিয়ে গমন করছিল, তখন তিনি (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, তোমাদের এর সম্পর্কে কি ধারণা ? তারা উত্তর দিলেন, "যদি কোথাও কোন মহিলার প্রতি এ লোকটি শাদীর প্রস্তাব করে, তার সাথে বিয়ে দেয়া যায়। যদি সে সুপারিশ করে, তাহলে সুপারিশ গ্রহণ করা যায়, যদি কথা বলে, তবে কান লাগিয়ে শোনা উচিত। এরপর সেখান দিয়ে একজন গরীব মুসলমান অতিক্রম করতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা ? তারা জবাব দিলেন, যদি এ ব্যক্তি কোথাও শাদীর প্রস্তাব করে, তো বিবাহ দেয়া ঠিক হবে না। যদি কারও সুপারিশ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোন কথা বলে, তবে তা শোনার প্রয়োজন নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সমস্ত পৃথিবীতে ঐ ব্যক্তির চেয়ে এ উত্তম (ধনীদের চেয়ে গরীবরা উত্তম)।

٢٦٦٢. بَابُ الْاَكْفَاءُ فِى الْمَالِ وَتَزْوِيْجُ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ

২৬৬২. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীর ব্যাপারে ধন-সম্পদের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে এবং ধনী মহিলার সাথে গরীব পুরুষের শাদী

٤٧٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا ، فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، اِلَّا اَنْ يُقْسِطُوْا فِىْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ ، قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ اِلٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَهُمْ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوْا فِىْ نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِىْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبَةً عَنْهَا فِىْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ،

banglainternet.com

تَرْكُوْهَا وَاَخَذُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَنْكِحُوْهَا اِذَا رَاغَبُوْا فِيْهَا ، اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهَا وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا الْاَوْفٰى فِى الصَّدَاقِ -

৪৭২৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... হযরত ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে উরওয়া (র) বলেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে 'তোমরা যদি ভয় কর যে ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না'-এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে ভাগ্নে! এই আয়াত ঐসব ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। আর অভিভাবক তার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত; কিন্তু শাদীর পর মোহর দিতে অনিচ্ছুক। এই রকম অভিভাবককে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইনসাফের সাথে পূর্ণ মোহর তাদেরকে দিয়ে দেয় এবং এদেরকে ছাড়া অন্যদের শাদী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন, "লোকেরা তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বল, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে এই হুকুমগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা অনেক পূর্ব থেকেই তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে। সেই হুকুমগুলো যা এই ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে। যাদের হক তোমরা সঠিক মত আদায় কর না। যাদেরকে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করার কোন আগ্রহ তোমাদের নেই।" ইয়াতীম বালিকারা যখন সুন্দরী এবং ধনবতী হয়, তখন অভিভাবকগণ তার বংশমর্যাদা রক্ষা এবং শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতঃ তারা এদের পূর্ণ মোহর আদায় না করা পর্যন্ত শাদী করতে পারে না। আর তারা যদি এদের ধন-সম্পদ এবং সৌন্দর্যের অভাবের কারণে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করতে আগ্রহী না হত, তাহলে তারা এদের ছাড়া অন্য মহিলাদের শাদী করত। সুতরাং যখন তারা এদের মধ্যে স্বার্থ পেতো না তখন তাদের বাদ দিত। এ কারণে তাদেরকে স্বার্থের বেলায় পূর্ণ মোহর আদায় করা ব্যতীত শাদী করতে নিষেধ করা হয়।

٢٦٦٣. بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْاَةِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ

২৬৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ অশুভ স্ত্রীলোকদের থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে

٤٧٢٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

قَالَ : الشُّؤْمُ فِى الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ -

৪৭২৬ ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ার ভিতরে অশুভের লক্ষণ আছে।

٤٧٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوْا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ -

৪৭২৭ মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল (র) ..... হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট লোকেরা অশুভ স্ত্রীলোক সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বলেন, কোন কিছুর মধ্যে যদি অপয়া থাকে, তা হলো ঃ বাড়ি-ঘর, স্ত্রীলোক এবং ঘোড়া।

٤٧٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ -

৪৭২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন কিছুর মধ্যে কুলক্ষণ থাকে, তা হচ্ছে, ঘোড়া, স্ত্রীলোক এবং বাসগৃহ।

٤٧٢٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ عَنْ اُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَاتَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ -

৪৭২৯ আদাম (র) ..... হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, পুরুষের ওপরে মেয়েলোকের অপেক্ষা অন্য কোন বড় ফিত্না আমি রেখে গেলাম না।

٢٦٦٤ . بَابُ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ

banglainternet.com

২৬৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের সঙ্গে মুক্ত মহিলার শাদী

٤٧٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبْزٌ وَاُدْمٌ مِنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَمْ اَرَ الْبُرْمَةَ ، فَقِيْلَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةَ ، وَاَنْتَ لاَ تَاْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ـ

৪৭৩০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বারীরা' থেকে তিনটি বিষয় জানা গেছে যে, যখন তাকে মুক্ত করা হয় তখন তাকে ইখতিয়ার দেয়া হয় (সে ক্রীতদাস স্বামীর সাথে থাকবে কিনা) ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ক্রীতদাসের আল ওয়ালার[১] অধিকার মুক্তকারী ব্যক্তির। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে চুলার ওপরে ডেকচি দেখতে পেলেন। কিন্তু তাকে রুটি এবং তরকারী দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, চুলার ওপরের ডেকচির তরকারী দেখতে পাচ্ছি না যে ? উত্তর দেয়া হল, ডেকচিতে বারীরার জন্য দেয়া সাদকার গোশ্ত রয়েছে। আর আপনি তো সাদকার গোশ্ত খান না। তখন তিনি বললেন, এটা বারীরার জন্য সাদ্কা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

٢٦٦٥ . بَابٌ لاَيَتَزَوَّجُ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ ، وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَعْنِىْ مَثْنَى اَوْ ثُلاَثَ اَوْ رُبَعَ . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : اُولِىْ اَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ يَعْنِىْ مَثْنَى اَوْ ثُلاَثَ اَوْ رُبَعَ

২৬৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ চারের অধিক শাদী না করা সম্পর্কে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমরা শাদী কর দু'জন, তিনজন অথবা চারজন। আলী ইব্ন হুসায়ন (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (ফেরেশতাদের) দু' অথবা তিন অথবা চারখানা পাখা আছে -এর অর্থ দু' দু'খানা, তিন তিনখানা এবং চার চারখানা।

banglainternet.com

٤٧٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

১. মুক্ত দাস-দাসীর ব্যাপারে যে অধিকার জন্মে তাকে 'ওয়ালা' বলা হয়।

عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى قَالَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلٰى مَالِهَا وَيُسِئُ صُحْبَتَهَا وَلاَيَعْدِلُ فِىْ مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَاطَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ ـ

৪৭৩১ মুহাম্মদ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। 'যদি তোমরা ভয় কর ইয়াতীমদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না'-এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই আয়াত ঐ সমস্ত ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাদের অভিভাবক তাদের সম্পদের লোভে শাদী করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং তাদের সম্পত্তিকে ইনসাফের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, ঐ বালিকাদের ব্যতীত মহিলাদের মধ্য থেকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে শাদী করতে পারবে।

٢٦٦٦. بَابٌ وَاُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

২৬৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য দুধমাতাকে হারাম করা হয়েছে। রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে শাদী হারাম, দুধের সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে শাদী হারাম

٤٧٣٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَاْذِنُ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَاْذِنُ فِىْ بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا ، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ ، فَقَالَ نَعَمِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ ـ

৪৭৩২ ইসমাঈল (র) ..... হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে ছিলেন। এমন সময় শোনলেন এক ব্যক্তি হাফসা (রা)-এর

banglainternet.com

ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বলেন, আমি জানি, সে ব্যক্তি হাফ্সার দুধের সম্পর্কে চাচা। আয়েশা (রা) বলেন, যদি অমুক ব্যক্তি বেঁচে থাকত সে দুধ সম্পর্কের থেকে আমার চাচা হত (তাহলে কি আমি তার সাথে দেখা করতে পারতাম) ? নবী ﷺ বলেন, হাঁ, রক্তের সম্পর্কের কারণে, যাদের সাথে যাদের শাদী নিষিদ্ধ, দুধের সম্পর্কের কারণে তাদের সঙ্গে শাদী নিষিদ্ধ।

٤٧٣٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَلاَ تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ ـ

৪৭৩৩ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলল, আপনি কেন হামযা (রা)-এর মেয়েকে শাদী করছেন না ? তিনি বললেন, সে আমার দুধ সম্পর্কের ভাইয়ের মেয়ে। পরে হাদীসের অন্য একটি সনদ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٣٤ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِيْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِيْ سُفْيَانَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْ اُخْتِيْ بِنْتَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَقَالَ اَوَ تُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ اُخْتِيْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ ذٰلِكَ لاَيَحِلُّ لِيْ قُلْتُ فَاِنَّا نُحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ ، اِنَّهَا لاَبْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِيْ وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ ، لاَبِيْ لَهَبٍ كَانَ اَبُوْ لَهَبٍ اَعْتَقَهَا فَاَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ لَهَبٍ اُرِيْهُ بَعْضُ اَهْلِهِ بِشَرِّ حِيْبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيْتَ ، قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ لَمْ اَلْقَ

banglainternet.com

بَعْدَكُمْ غَيْرَ اَنِّىْ سُقِيْتُ فِىْ هٰذِهِ بِعَتَاقَتِىْ ثُوَيْبَةَ -

৪৭৩৪ হাকাম ইব্‌ন নাফি ..... উম্মে হাবীবা বিন্‌তে আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার বোন আবূ সুফিয়ানের কন্যাকে শাদী করুন। নবী ﷺ বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর? তিন উত্তর করলেন, হাঁ। এখন তো আমি আপনার একা স্ত্রী নই এবং আমি চাই যে, আমার বোনও আমার সাথে উত্তম কাজে অংশীদার হোক। তখন নবী ﷺ উত্তর দিলেন, এটা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনতে পেলাম, আপনি নাকি আবূ সালমার মেয়েকে শাদী করতে চান। তিনি বললেন, তুমি বলতে চাচ্ছ যে, আমি উম্মে সালমার মেয়েকে শাদী করতে চাই। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার প্রতিপালিতা কন্যা না হত, তাহলেও তাকে শাদী করা হালাল হত না। কেননা, সে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে আমার ভাতিজী। কেননা, আমাকে এবং আবূ সালমাকে সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং, তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগিনীদেরকে শাদীর জন্য পেশ করো না। উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন, সুওয়াইবা ছিল আবূ লাহাবের দাসী এবং সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দুধ পান করায়। আবূ লাহাব যখন মারা গেল, তার একজন আত্মীয় তাকে স্বপ্নে দেখল যে, সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে নিপতিত আছে। তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। আবূ লাহাব বলল, যখন তোমাদের থেকে দূরে রয়েছি, তখন থেকেই ভীষণ কষ্টে আছি। কিন্তু সুওয়াইবাকে আযাদ করার কারণে কিছু পানি পান করতে পারছি।

٢٦٦٧. بَابٌ مَنْ قَالَ لاَرَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَمَا يُحْرَمُ مِنْ قَلِيْلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيْرِهِ

২৬৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে দু'বছরের পরে দুধপান করালে দুধের সম্পর্ক স্থাপন হবে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পিতামাতা যারা সন্তানের দুধ পান করানো পুরা করতে চায়, তাদের সময়সীমা পূর্ণ দু'বছর।" কম-বেশি যে পরিমাণ দুধ পান করুক না কেন, তাতে সম্পর্ক হারাম হবে না।

٤٧٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوالْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَكَاَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَاَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ ، فَقَالَتْ اِنَّهُ اَخِىْ فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ

banglainternet.com

فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ـ

৪৭৩৫ আবূল ওয়ালীদ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তার কাছে এলেন। সে সময় একজন লোক তার কাছে বসা ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চেহারা মুবারকে ক্রোধের ভাব প্রকাশ পেল, যেন তিনি এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এ আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যাচাই করে দেখ, তোমাদের ভাই কারা ? যখন দুধই একমাত্র পানীয়, যা খেয়ে শিশুরা প্রাণ রক্ষা করে।[১]

٢٦٦٨ . بَابٌ لَبَنُ الْفَحْلِ

২৬৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে সন্তান যে মহিলার দুধ পান করে, সে সন্তান ঐ মহিলার স্বামীর দুধ-সন্তান হিসাবে গণ্য হবে

٤٧٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ ـ

৪৭৩৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত নাযিল হবার পর তাঁর (আয়েশা (রা)) দুধ সম্পর্কীয় চাচা আবূল কু'আয়াসের ভাই 'আফলাহ্' তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। এরপর রাসূল ﷺ এলেন। আমি তার সাথে যে ব্যবহার করেছি, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য আমাকে বললেন।

٢٦٦٩ . بَابٌ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ

২৬৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ দুধমাতার সাক্ষ্য গ্রহণ

٤٧٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ ابْنُ أَبِي

banglainternet.com

১. সন্তান দু'বছর বয়সের মধ্যে যদি দুধ পান করে থাকে, তবে দুধের সম্পর্ক হবে, নতুবা হবে না।

مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّيْ لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ اَحْفَظُ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَائَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ اَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَائَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِيْ اِنِّيْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ اِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ اَنَّهَا قَدْ اَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ وَاَشَارَ اِسْمٰعِيْلُ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى يَحْكِيْ اَيُّوْبَ .

৪৭৩৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... উক্‌বা ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাদী করলাম। এরপর একজন কালো মহিলা এসে বলল, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি। এরপর আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের কন্যা অমুককে শাদী করেছি। এরপর জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে আমাদেরকে বলল যে, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি; অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। এই কথা শোনার পর নবী ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে এসে বললাম, সে মিথ্যাবাদী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কেমন করে তোমার সাথে শাদী হল; অথচ তোমাদের উভয়কে ঐ মহিলা দুধ পান করিয়েছে– এ কথা বলছে। অতএব, তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। রাবী ইসমাঈল শাহাদাত এবং মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় উত্তোলন করে ইশারা করেছে যে, তার উর্ধ্বতন রাবী আইউব এইরূপ করে দেখিয়েছেন।

٢٦٧٠. بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَتَيْنِ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا .

وَقَالَ اَنَسٌ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، ذَوَاتُ الْاَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ اِلَّا مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، لَايَرٰى بَأْسًا اَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ .

وَقَالَ : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَازَادَ عَلٰى اَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَاُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَاُخْتِهِ .وَقَالَ لَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

banglainternet.com

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَبِيْبٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الْآيَةَ وَجَمَعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ . وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ : لَابَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ لَابَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِيْ لَيْلَةٍ وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيْعَةِ ، وَلَيْسَ فِيْهِ تَحْرِيْمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِيْ جَعْفَرٍ فِيْمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ اِنْ اَدْخَلَهُ فِيْهِ ، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ ، وَيَحْيَى هٰذَا غَيْرُ مَعْرُوْفٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِيْ نَصْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَاَبُوْ نَصْرٍ هٰذَا لَمْ يَعْرِفْ بِسَمَاعِهِ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ بَعْضِ اَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَاتَحْرُمُ عَلَيْهِ .حَتّٰى يُلْزِقَ بِالْاَرْضِ يَعْنِيْ تُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ لَاتَحْرُمُ وَهٰذَا مُرْسَلٌ .

২৬৭০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ কোন্ মহিলাকে শাদী করা হালাল এবং কোন্ কোন্ মহিলাকে শাদী করা হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগ্নি এবং ঐ সমস্ত মা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধবোন, তোমাদের শাশুড়ি এবং তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

banglainternet.com

আনাস (রা) বলেছেন, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ এই কথা দ্বারা সধবা স্বাধীনা মহিলাদেরকে শাদী করা হারাম বোঝানো হয়েছে; কিন্তু ক্রীতদাসীকে ব্যবহার করা হারাম নয়। যদি কোন ব্যক্তি বাঁদীকে তার স্বামী থেকে তালাক নিয়ে পরে ব্যবহার করে, তাহলে দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র বাণীঃ ''কোন মুশরিক মহিলাকে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা পূর্ণ ঈমান আনে।'' ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, চারজনের বেশি শাদী করা ঐরূপ হারাম বা অবৈধ যেরূপ তার গর্ভধারিণী মা, কন্যা এবং ভগিনীকে শাদী করা হারাম। রাবী বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রক্তের সম্পর্কের সাতজন ও বৈবাহিক সম্পর্কের সাতজন নারীকে শাদী করা হারাম। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, ''তোমাদের জন্যে তোমাদের মায়েদের শাদী করা হারাম করা হয়েছে।'' আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র) একসাথে হযরত আলী (রা)-এর স্ত্রী[১] ও কন্যাকে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করেন (তারা উভয়েই সৎ-মা ও সৎ-কন্যা ছিল) ইব্‌ন শিরীন বলেন, এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু হাসান বসরী (র) প্রথমত এই মত পছন্দ করেননি; কিন্তু পরে বলেন, এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী একই রাতে দুই চাচাত বোনকে একই সাথে শাদী করেন। জাবির ইব্‌ন যায়দ সম্পর্কছেদের আশংকায় এটা মাকরূহ মনে করেছেন; কিন্তু এটা হারাম নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এসব ছাড়া আর যত মেয়ে লোক রয়েছে তা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যদি কেউ তার শালীর সঙ্গে অবৈধ যৌন মিলন করে তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায় না। শা'বী (রা) এবং আবু জা'ফর (রা) বলেন, যদি কেউ কোনো বালকের সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হয়, তবে তার মা তার জন্য শাদী করা হারাম হয়ে যাবে। ইকরামা (রা) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যদি শাশুড়ির সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়, তবে তার স্ত্রী হারাম হয় না। আবু নসর (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হারাম হয়ে যাবে। ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) জাবির ইব্‌ন যায়দ (রা) আল হাসান (র) এবং কতিপয় ইরাকবাসী থেকে বর্ণনা করেন যে, তার স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে। উপরোক্ত ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ততক্ষণ হারাম হয় না, যতক্ষণ না কেউ তার শাশুড়ির সাথে অবৈধ যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। ইব্‌ন মুসাইয়িব, উরওয়া (রা) এবং যুহ্‌রী এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখা বৈধ বলেছেন। যুহ্‌রী বলেন, আলী (রা) বলেছেন, হারাম হয় না। ঐখানে যুহ্‌রীর কথা মুরসাল অর্থাৎ এই কথা যুহ্‌রী হযরত আলী (রা) থেকে শোনেননি।

banglainternet.com

১. হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা) কন্যাকে শাদী করেননি। পরে তিনি শাদী করেন। আলোচ্য মহিলার নাম লায়লা মাসউদ।

٢٦٧١ . بَابٌ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الدُّخُوْلُ وَالْمَسِيْسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ مِنْ بَنَاتِهِ فِى التَّحْرِيْمِ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِأُمِّ حَبِيْبَةَ لَاتَعْرِضَنَّ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا اَخَوَاتِكُنَّ وَكَذَالِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيْبَةُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فِىْ حَجْرِهِ ، وَدَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ رَبِيْبَةً لَهُ اِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا ، وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا .

২৬৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "এবং (তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে।" এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, 'দুখুল' 'মাসীস' ও 'লিমাস' শব্দত্রয়ের অর্থ হচ্ছে, যৌন মিলন। যে ব্যক্তি বলে যে, স্ত্রীর কন্যা কিংবা তার সন্তানের কন্যা হারামের ব্যাপারে নিজ কন্যার সমান, সে দলীল হিসাবে নবী ﷺ -এর হাদীসখানা পেশ করে। আর তা হচ্ছেঃ নবী ﷺ উম্মে হাবীবা (রা)-কে বলেন, তোমরা তোমাদের কন্যাদের ও বোনদের আমার সঙ্গে শাদীর প্রস্তাব করো না। একইভাবে নাতবৌ এবং পুত্রবধূ শাদী করা হারাম। যদি কোন সৎ-কন্যা কারো অভিভাবকের আওতাধীন না থাকে তবে তাকে কি সৎ-কন্যা বলা যাবে ? নবী ﷺ তার একটি সৎ কন্যাকে কারো অভিভাবকত্বে দিয়ে দিলেন। নবী ﷺ স্বীয় দৌহিত্রকে পুত্র সম্বোধন করেছেন।

٤٧٣٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ فِىْ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ ، قَالَ فَاَفْعَلُ مَاذَا ؟ قُلْتُ تَنْكِحُ ، قَالَ اَتُحِبِّيْنَ ؟ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِىْ فِىْ خَيْرٍ اُخْتِىْ لَا تَحِلُّ لِىْ قُلْتُ ، بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ ، قَالَ اِبْنَةَ اُمِّ سَلَمَةَ ،

banglainternet.com

قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِيْ أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِيْ سَلَمَةَ ـ

৪৭৩৮ হুমায়দী (র) .... উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আবু সুফিয়ানের কন্যার ব্যাপারে আগ্রহী ? নবী ﷺ উত্তর দিলেন, তাকে দিয়ে আমার কি হবে ? আমি বললাম, তাকে আপনি শাদী করবেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তা পছন্দ করবে ? আমি বললাম, হাঁ। এখন তো আমি একাই আপনার স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক। তিনি বললেন, তাকে শাদী করা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনেছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যা-দুররাকে শাদী করার জন্য পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, উম্মে সালামার কন্যা ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সে আমার প্রতিপালিতা সৎ কন্যা যদি নাও হতো তবুও তাকে শাদী করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সুয়াইবিয়া আমাকে ও তার পিতাকে দুধ পান করিয়েছিল। সুতরাং শাদীর জন্য তোমাদের কন্যা বা বোন কাউকে পেশ করো না। লাইছ বলেন, হিশাম দুররা বিনত আবী সালামার নাম বলেছেন।

٢٦٧٢ . بَابٌ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

২৬৭২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ দুই বোনকে একত্রে শাদী করা (হালাল নয়) তবে অতীতে যা হয়ে গেছে

٤٧٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْكِحْ أُخْتِيْ بِنْتَ أَبِيْ سُفْيَانَ . قَالَ وَتُحِبِّيْنَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ ذٰلِكَ لاَيَحِلُّ لِيْ . قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . فَوَاللّٰهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِيْ سَلَمَةَ . قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ

banglainternet.com

تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ـ

৪৭৩৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে শাদী করুন। তিনি বলেন, তুমি কি তা পছন্দ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই এবং আমি যাকে সবচেয়ে ভালবাসি, তার সাথে আমার বোনকেও অংশীদার বানাতে চাই। নবী ﷺ বললেন, এটা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমরা শুনেছি যে আপনি আবু সালামার কন্যা-দুররাকে শাদী করতে চান। তিনি বললেন, তুমি কি উম্মে সালামার কন্যার কথা বলেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, যদি সে আমার সৎ কন্যা নাও হতো তবুও তাকে শাদী করা আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে হচ্ছে আমার দুধ সম্পর্কীয় ভাইয়ের কন্যা। সুওয়াইবা আমাকে এবং তার পিতা আবু সালমাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। সুতরাং তোমাদের কন্যা বা বোনদের শাদীর পয়গাম আমার কাছে পেশ করো না।

٢٦٧٣. بَابٌ لَاتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

২৬৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ আপন ফুফু যদি কোন পুরুষের স্ত্রী হয়, তবে যেন কোন মহিলা উক্ত পুরুষকে শাদী না করে

٤٧٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ

৪৭৪০ আবদান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার স্ত্রীর ভাইয়ের মেয়ে এবং ভাগ্নীকে শাদী না করে। অপর এক সূত্রে এই হাদীসখানা হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

٤٧٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ـ

banglainternet.com

৪৭৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যেন ফুফু ও তার ভাতিজীকে এবং খালা এবং তার বোনঝিকে একত্রে শাদী না করে।

٤٧٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَبِيْصَةُ ابْنُ ذُوَيْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَالْمَرْاَةُ وَخَالَتُهَا فَنُرٰى خَالَةَ اَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لاَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ـ

৪৭৪২ আবদান (র) .... আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ কাউকে একসাথে ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং খালা ও তার বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। অধস্তন রাবী যুহরী বলেছেন, আমরা স্ত্রীর পিতার খালার ব্যাপারেও এ নির্দেশ জানি, কেননা উরওয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে আয়েশা (রা) বলেছেন, রক্তের সম্পর্কের কারণে যা হারাম, দুধ পানের কারণেও এসব তোমরা হারাম মনে করো।

٢٦٧٤ . بَابُ الشِّغَارِ

২৬৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ আশ্-শিগার বা বদল বিবাহ

٤٧٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلٰى اَنْ يُزَوِّجَهُ الْاٰخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ـ

৪৭৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ আশ্-শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। 'আশ্-শিগার' হলো ঃ কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সাথে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন কনেই মোহর পাবে না।

٢٦٧٥ . بَابُ هَلْ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِاَحَدٍ

২৬৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা কোন পুরুষের কাছে নিজকে সমর্পণ করতে পারে কিনা ?

٤٧٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ مِنَ اللاَّئِىْ وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ

banglainternet.com

لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ
فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ
إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ ـ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ
وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ـ

৪৭৪৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম (র) .... হিশামের পিতা উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে সব মহিলা নিজেদেরকে নবী ﷺ-এর নিকট সমর্পণ করেছিলেন, খাওলা বিনতে হাকীম তাদেরই একজন ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, মহিলাদের কি লজ্জা হয় না যে, নিজেদের পুরুষের কাছে সমর্পণ করছে? কিন্তু যখন কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হল - হে মুহাম্মাদ! তোমাকে অধিকার দেয়া হল যে নিজ স্ত্রীগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আলাদা রাখতে পার....।" আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনে হয়, আপনার রব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। উক্ত হাদীসটি আবু সাঈদ মুয়াদ্দিব, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশ্‌র এবং আবদাহ্ হিশাম থেকে আর হিশাম তার পিতা হতে একে অপরের চেয়ে কিছু বেশ-কমসহ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٦٧٦ . بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

২৬৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামকারীর বিবাহ

٤٧٤٥ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا
عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ
ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ

৪৭৪৫ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... জাবির ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় নবী ﷺ বিবাহ করেছেন।

٢٦٧٧ . بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخِيرًا

২৬৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ অবশেষে রাসূল ﷺ মুত্‌'আ বিবাহ নিষেধ করেছেন

٤٧٤٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ

banglainternet.com

اَبِيْهِمَا اَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ـ

৪৭৪৬ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ও তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ তাঁদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) ইব্‌ন আব্বাস বলেছেন, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধে মুতা'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাওয়া নিষেধ করেছেন।

٤٧٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ اِنَّمَا ذٰلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيْدِ ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ اَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ـ

৪৭৪৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি মহিলাদের মুতা'আ বিবাহ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, তখন তিনি তার অনুমতি দেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম তাঁকে বললেন, যে এরূপ হুকুম অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা, মহিলাদের স্বল্পতা ইত্যাদির কারণেই ছিল? তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, হাঁ।

٤٧٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِيْ جَيْشٍ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَسْتَمْتِعُوْا فَاسْتَمْتِعُوْا وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَاَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَاِنْ اَحَبَّا اَنْ يَتَزَايَدَا اَوْ يَتَتَارَكَا تَارَكَا فَمَا اَدْرِيْ اَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً ، اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ مَنْسُوْخٌ ـ

banglainternet.com

৪৭৪৮ আলী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা কোন এক সেনাবহিনীতে ছিলাম। তখন রাসূল ﷺ -এর প্রেরিত এক ব্যক্তি আমাদের নিকট এসে

বললেন, তোমাদেরকে মুতা'আ বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা মুতা'আ করতে পার। ইব্ন আবু যিব বলেন, আয়াস ইব্ন সালামা ইব্ন আকওয়া তার পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে কোন পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে (মুতা'আ করতে) একমত হলে তাদের পরস্পরের এই সম্পর্ক তিন রাতের জন্য গণ্য হবে। এরপর তারা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী করতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা জানি না এ ব্যবস্থা শুধু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, না সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) বলেন, আলী (রা) নবী ﷺ থেকে এটা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, মুতা'আ বিবাহ প্রথা রহিত হয়ে গেছে।

٢٦٧٨. بَابُ عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

২৬৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের সৎ পুরুষের কাছে নিজকে (বিবাহের জন্য) পেশ করা

٤٧٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَنَسٍ وَعِنْدَهُ اِبْنَةٌ لَهُ اَنَسٌ جَائَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَكَ بِيْ حَاجَةٌ ، فَقَالَتْ بِنْتُ اَنَسٍ مَا اَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسَوْ اَتَاهُ وَاَسَوْاَتَاهُ ، قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ـ

৪৭৪৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... সাবিত আল বুনানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-এর কাছে ছিলা। তখন তাঁর কাছে তাঁর কন্যাও ছিলেন। আনাস (রা) বললেন, একজন মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে সমর্পণ করতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে? এ কথা শুনে আনাস (রা)-এর কন্যা বললেন, সে মহিলা তোমার চেয়ে উত্তম, সে নবী ﷺ -এর সাহচর্য পেতে আকৃষ্ট হয়েছিল। এ কারণেই সে নবী ﷺ -এর কাছে নিজকে পেশ করেছে।

٤٧٥٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ اَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ مَاعِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْئٌ قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِيْ وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ

banglainternet.com

سَهْلٌ وَمَالَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَاهُ اَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمْلَكْنَاكَهَا بِمَامَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৭৫০ সাঈদ ইব্‌ন আবু মারয়াম (র) ..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা এসে রাসূল ﷺ -এর কাছে নিজকে পেশ করলেন। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার সঙ্গে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার কাছে কি আছে? সে উত্তর দিল, আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূল ﷺ বললেন, যাও, তালাশ কর, কোন কিছু পাও কিনা? যদিও একটি লোহার আংটিও পাও (তা নিয়ে এসো)। লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, একটি কিছুই পেলাম না এমনকি একটি লোহার আংটিও না; কিন্তু আমার এ তহবন্দখানা আছে। এর অর্ধেকাংশ তার জন্য। সাহল (রা) বলেন, তার দেহে কোন চাদর ছিল না। অতএব নবী ﷺ বললেন, তোমার তহবন্দ দিয়ে কি করবে? যদি তুমি এটা পরিধান কর, মহিলার শরীরে কিছুই থাকবে না, আর যদি সে এটা পরিধান করে তবে তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। এরপর লোকটি অনেকক্ষণ বসে রইল। এরপর নবী ﷺ তাকে চলে যেতে দেখে ডাকলেন বা ডাকানো হল এবং বললেন, তুমি কুরআন কতটুকু জান? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে সূরাগুলোর উল্লেখ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময়ে তোমাকে এর সাথে শাদী দিলাম।

٢٦٧٩ . بَابُ عَرْضِ الْاِنْسَانِ ابْنَتَهُ اَوْ اُخْتَهُ عَلٰى اَهْلِ الْخَيْرِ

২৬৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের কন্যা অথবা বোনকে শাদীর জন্য কোন নেককার পরহেজগার ব্যক্তির সামনে পেশ করা

٤٧٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ

banglainternet.com

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقَالَ سَاَنْظُرُ فِيْ اَمْرِيْ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِيْ فَقَالَ قَدْ بَدَالِيْ اَنْ لاَ اَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا ، وَكُنْتُ اَوْجَدُ عَلَيْهِ مِنِّيْ عَلٰى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ اِلاَّ اَنِّيْ كُنْتُ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لاُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبِلْتُهَا ـ

৪৭৫১ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন উমর (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) খুনায়স ইব্‌ন হুযায়ফা সাহমীর মৃত্যুতে বিধবা হলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবী ছিলেন এবং মদীনায় ইন্তিকাল করেন। উমর ইবনুল খত্তাব (রা) বলেন, আমি উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা)-এর কাছে গেলাম এবং হাফসাকে শাদীর জন্য প্রস্তাব দিলাম; তখন তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম, তারপর আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, আমার কাছে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, যেন এখন আমি তাকে শাদী না করি। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, যদি আপনি চান, তাহলে আপনার সাথে উমরের কন্যা হাফসাকে শাদী দেই। আবু বকর (রা) নীরব থাকলেন এবং প্রতি-উত্তরে আমাকে কিছুই বললেন না। এতে আমি উসমান (রা)-এর চেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হলাম, তারপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাফসাকে শাদীর জন্য প্রস্তাব পাঠালেন এবং হাফসাকে আমি তার সাথে শাদী দিলাম। এরপর আবু বকর (রা) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, সম্ভবত আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি যখন হাফসাকে আমার জন্য পেশ করেন তখন আমি কোন উত্তর দেইনি। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আবু বকর (রা) বললেন, আপনার প্রস্তাবে সাড়া না দিতে কোন কিছুই আমাকে বিরত করেনি। বরং আমি জানি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাফসার বিষয় উল্লেখ করেছেন, কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোপন ভেদ প্রকাশ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে প্রত্যাহার করতেন তাহলে আমি হাফসাকে গ্রহণ করতাম।

banglainternet.com

٤٧٥٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا اَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعَلَى اُمِّ سَلَمَةَ لَوْلَمْ اَنْكِحْ اُمَّ سَلَمَةَ مَاحَلَّتْ لِىْ اِنَّ اَبَاهَا اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ

৪৭৫২ কুতায়বা (র) ..... ইরাক ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে, যয়নাব বিন্‌তে আবু সালামা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বলেছেন, আপনি দুররাহ্ বিন্‌তে আবু সালামাকে শাদী করতে যাচ্ছেন- এ কথা আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি উম্মে সালামা থাকতে তাকে শাদী করব? যদি আমি উম্মে সালামাকে শাদী নাও করতাম, তবুও সে আমার জন্য হালাল হত না। কেননা তার পিতা আমার দুধভাই।

٢٦٨٠. بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ الاٰيَةَ اِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ. اَكْنَنْتُمْ اَضْمَرْتُمْ ، وَكُلُّ شَىْءٍ صُنْتَهُ فَهُوَ مَكْنُوْنٌ. وَقَالَ لِىْ طَلْقٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ يَقُوْلُ اِنِّىْ اُرِيْدُ التَّزْوِيْجَ وَلَوَدِدْتُ اَنَّهُ تَيَسَّرَلِىْ امْرَاَةٌ صَالِحَةٌ وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُوْلُ اِنَّكَ عَلَىَّ كَرِيْمَةٌ وَاِنِّىْ فِيْكَ لَرَاغِبٌ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَائِقٌ اِلَيْكَ خَيْرًا اَوْ نَحْوَ هٰذَا ، وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوْحُ يَقُوْلُ اِنَّ لِىْ حَاجَةً وَاَبْشِرِىْ وَاَنْتَ بِحَمْدِ اللّٰهِ نَافِقَةٌ وَتَقُوْلُ هِىَ قَدْ اَسْمَعُ مَا تَقُوْلُ وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا وَلاَ يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا وَاِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِىْ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ لاَتُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا الزِّنَا وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْكِتَابُ اَجَلُهُ تَنْقَضِى الْعِدَّةُ .

banglainternet.com

২৬৮০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি তোমরা শাদীর ইচ্ছা কর প্রকাশ্যে অথবা অন্তরে গোপন রাখ, উভয় অবস্থা আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী এবং ধৈর্যশীল। اَكْنَنْتُمْ আরবী অর্থ - তোমরা গোপনে মনে পোষণ কর, প্রত্যেক বস্তু যা তুমি গোপনে রাখ তা হলো 'মাকনূন'। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইদ্দত পালনকারী কোন মহিলাকে বলে যে, আমার শাদী করার ইচ্ছা আছে। আমি কোন নেক্‌কার মহিলাকে পেতে ইচ্ছা পোষণ করি। কাসিম (র) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেন কোন ব্যক্তি বলল, তুমি আমার কাছে খুবই সম্মানিতা এবং আমি তোমাকে পছন্দ করি। আল্লাহ্ তোমার জন্য কল্যাণ বর্ষণ করুন। অথবা এই ধরনের উক্তি। আতা (র) বলেন, শাদীর ইচ্ছা ইশারায় ব্যক্ত করা উচিত- খোলাখুলি এই ধরনের কোন কথা বলা ঠিক নয়। কেউ এ ধরনের বলতে পারে, আমার এ সকল গুণের প্রয়োজন আছে। আর তোমার জন্য সুখবর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য আপনি পুনঃ শাদীর উপযুক্ত। সে মহিলাও বলতে পারে আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি কিন্তু এর বেশি ওয়াদা করা ঠিক নয়। তার অভিভাবকদেরও তার অজ্ঞাতে কোন প্রকার ওয়াদা দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ ইদ্দতের মাঝে কাউকে.শাদীর কোন প্রকার ওয়াদা করে এবং ইদ্দত শেষে সে ব্যক্তি যদি তাকে শাদী করে তবে সেই শাদী বিচ্ছেদ করতে হবে না। হাসান (র) বলেছেন, (লা তুয়াঈদু হুন্না সির্‌রান) এর অর্থ হল ঃ ব্যভিচার। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এই কথা বলা হয় যে, কিতাবু আজালাহু তানকাদী ইদ্দাতা অর্থ হল-- ইদ্দত পূর্ণ হওয়া।

٢٦٨١. بَابُ النَّظَرُ اِلَى الْمَرْاَةِ قَبْلَ التَّزْوِيْجِ

২৬৮১. অনুচ্ছেদ ঃ শাদী করার পূর্বে মেয়ে দেখে নেয়া

٤٧٥٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُكِ فِى الْمَنَامِ يَجِيْئُ بِكِ الْمَلَكُ فِيْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ ، فَقَالَ لِيْ هٰذِهِ امْرَاَتُكَ ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَاِذَا اَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ ـ

৪৭৫৩ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি, একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী চাদরে জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। এরপর আমি তোমার মুখমণ্ডল থেকে চাদর খুলে

banglainternet.com

ফেলে তোমাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, যদি স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে।

٤٧٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي ، قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ـ

৪৭৫৪ কুতায়বা (র) ..... হযরত সাহ্‌ল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করতে এসেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে দেখলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দৃষ্টি দিলেন। আপাদমস্তক দেখা শেষ করে তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলা দেখতে পেল, নবী ﷺ তার সম্পর্কে

banglainternet.com

কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। তারপর একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে অনুরোধ করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনার এ মহিলার কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সাথে তাকে শাদী দিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার কাছে কোন সম্পদ আছে কি? সে বলল– না, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে কোন সম্পদ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে দেখ, কোন কিছু পাও কিনা? তারপর সে চলে গেল, ফিরে এসে বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কিছুই পেলাম না। তখন তিনি বললেন, দেখ, একটি লোহার আংটি পাও কিনা! এরপর সে চলে গেল, ফিরে এসে বলল, ন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই আমার তহবন্দ আছে। [বর্ণনাকারী সাহল (রা) বলেন, তার অন্য কোন চাদর ছিল না] এর অর্ধেক তাকে দিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার এ তহবন্দ দ্বারা কি হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তার ওপর কিছুই থাকবে না, আর যদি সে পরিধান করে তাহলে তোমার জন্যও কিছুই থাকবে না। এরপর লোকটি বসে পড়ল। দীর্ঘক্ষণ পরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখলেন এবং ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কুরআন কতটুকু জানা আছে? সে বলল, হ্যাঁ, আমার অমুক, অমুক, অমুক সূরা জানা আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি এগুলো মুখস্থ পড়তে পার? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, যাও, যে পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ জান, এর বিনিময়ে এই মহিলাকে তোমার সাথে শাদী করিয়ে দিলাম।

٢٦٨٢. بَابُ مَنْ قَالَ لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ ، لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ فَدَخَلَ فِيْهِ الثَّيِّبُ ، وَكَذٰلِكَ الْبِكْرُ ، وَقَالَ : وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَقَالَ : وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ

২৬৮২. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে, ওলী বা অভিভাবক ব্যতীত শাদী শুদ্ধ হয় না, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম দলীল হিসাবে পেশ করে ঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের নির্দিষ্ট ইদ্দত পূর্ণ করে তখন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বামীর সাথে বিবাহে বাধা দিও না" –এ নির্দেশের আওতায় বয়স্কা বিবাহিতা মহিলারা যেমন, তদ্রূপ কুমারী মেয়েরাও এসে গেছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে কখনও বিবাহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে।" আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, "তোমাদের ভিতরে যারা অবিবাহিতা আছে তাদের শাদী দিয়ে দাও"

٤٧٥٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ * حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ

banglainternet.com

شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ النِّكَاحَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ اَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ اٰخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ لِاِمْرَأَتِهِ اِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا اَرْسِلِىْ اِلٰى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِىْ مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا اَبَدًا ، حَتّٰى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِىْ تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَاِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا اَصَابَهَا زَوْجُهَا اِذَا اَحَبَّ ، وَاِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ رَغْبَةً فِى نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْاِسْتِبْضَاعِ ، وَنِكَاحٌ اٰخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَادُوْنَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْاَةِ كُلُّهُمْ يُصِيْبُهَا فَاِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِىَ بَعْدَ اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَنْ يَمْتَنِعَ حَتّٰى يَجْتَمِعُوْا عِنْدَهَا تَقُوْلُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِىْ كَانَ مِنْ اَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّىْ مَنْ اَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَايَسْتَطِعُ اَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْاَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَاكُنَّ يَنْصِبْنَ عَلٰى اَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُوْنُ عَلَمًا ، فَمَنْ اَرَادَهُنَّ ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَاِذَا حَمَلَتْ اِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوْا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ اَلْحَقُوْا وَلَدَهَا بِالَّذِىْ يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِىَ ابْنَهُ لَايَمْتَنِعُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ اِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

banglainternet.com

৪৭৫৫ ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান ও আহমদ ইবন সালিহ্ (র) ..... উরওয়া ইবন যুবায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, জাহিলী যুগে

চার প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হচ্ছে, বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ মহিলা অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই কথা বলত যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সাথে যৌন মিলন কর। এরপর তার স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনও এক বিছানায় ঘুমাত না, যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হত, যার সাথে স্ত্রীর যৌন মিলন হত। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হত তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করত। এটা ছিল তার স্বামীর অভ্যাস। এতে উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে 'নিকাহুল ইস্‌তিবদা' বলা হত। তৃতীয় প্রথা ছিল যে, দশ জনের কম কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পালাক্রমে একই মহিলার সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হত। যদি মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর কিছুদিন অতিবাহিত হত, সেই মহিলা এ সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। যখন সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্রিত হত, তখন সে তাদেরকে বলত, তোমরা সকলেই জান– তোমরা কি করেছ! এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক! এটা তোমারই সন্তান। ঐ মহিলা যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত, তখন এ ব্যক্তি উক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং ঐ মহিলা তার স্ত্রীরূপে গণ্য হত। চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হচ্ছে, বহু পুরুষ একই মহিলার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হত এবং ঐ মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে শয্যা-শায়ী করতে অস্বীকার করত না। এরা ছিল বারবনিতা (পতিতা), যার চিহ্ন হিসাবে নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছা করলে অবাধে এদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারত। যদি এ সকল মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান প্রসব করত তাহলে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া সকল পুরুষ এবং একজন 'কাফাহ্' (এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যারা সন্তানের মুখ অথবা শরীরের কোন অঙ্গ দেখে বলতে পারত– অমুকের ঔরসজাত সন্তান)-কে ডেকে আনা হত সে সন্তানটির যে লোকটির সাথে এ সাদৃশ্য দেখতে পেত তাকে বলত, এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি ঐ সন্তানকে নিজের হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হত এবং লোকে ঐ সন্তানকে তার সন্তান হিসাবে আখ্যা দিত এবং সে এই সন্তানকে অস্বীকার করতে পারত না। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সত্য দীনসহ পাঠানো হল তখন তিনি জাহেলী যুগের সমস্ত বিবাহ প্রথাকে বাতিল করে দিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত শাদী ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিলেন।

٤٧٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِىْ لَاتُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ . قَالَتْ هُذِهِ فِى الْيَتِيْمَةِ الَّتِىْ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا اَنْ تَكُوْنَ شَرِيْكَتُهُ فِىْ مَالِهِ ، وَهُوَ اَوْلَى بِهَا ، فَيَرْغَبُ اَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيَعْضُلُهَا لِمَالِهَا وَلَا يُنْكِحُهَا

banglainternet.com

غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يُشْرِكَهُ اَحَدٌ فِىْ مَالِهَا ـ

৪৭৫৬ ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এবং যা কিছু তোমার কাছে তিলাওয়াত করা হয় ইয়াতীম নারী সম্পর্কে তোমরা যাদের প্রাপ্য পরিশোধ কর না এবং যাদের তোমরা শাদী করতে আগ্রহী" তিনি বলেন, এই আয়াত হচ্ছে ঐ ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যারা কোন অভিভাবকের আওতাধীন রয়েছে এবং তার ধন-সম্পদে সে শরীকানা রাখে কিন্তু তাকে শাদী করা পছন্দ করে না এবং তার সম্পদের জন্য অন্যের কাছে শাদী দিতে আগ্রহীও নয়, যাতে করে অন্য লোক এ সম্পত্তিতে তাদের সাথে অংশীদার হয়ে না বসে (উক্ত আয়াতে অভিভাবকদেরকে এরূপ গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে)।

٤٧٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِىِّ ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ تُوُفِّىَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ، فَقَالَ سَاَنْظُرُ فِىْ اَمْرِىْ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ لَقِيَنِىْ ، فَقَالَ بَدَالِىْ اَنْ لَا اَتَزَوَّجَ يَوْمِىْ هٰذَا ، قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ـ

৪৭৫৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) যখন তার স্বামী খুনায়স ইব্ন হুযাফা আস্‌সাহ্‌মীর মৃত্যুর ফলে বিধবা হল, ইনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং মদীনায় ইন্তিকাল করেন। উমর (রা) বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁর কাছে হাফসার শাদীর প্রস্তাব করলাম এই বলে যে, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে হাফসাকে আপনার সঙ্গে শাদী দিব। তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। তারপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি বর্তমানে শাদী না করার জন্য মনস্থির করেছি। উমর (রা) আরো বলেন, আমি আবূ বকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি যদি চান, তাহলে হাফসাকে আপনার সাথে শাদী দেব।

banglainternet.com

٤٧٥٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ اَبِىْ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ

ابْرَاهِيْمُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْهِ قَالَ زَوَّجْتُ اُخْتًا لِىْ مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتّٰى اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَاَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا * لاَ وَاللّٰهِ لاَتَعُوْدُ اِلَيْكَ اَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْاَةُ تُرِيْدُ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ فَقُلْتُ الْاٰنَ اَفْعَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا اِيَّاهُ ـ

৪৭৫৮ আহমদ ইব্‌ন আবু আমর (র) ..... আল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি "তোমরা তাদেরকে আটকিয়ে রেখো না"-এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেছেন যে, উক্ত আয়াত তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আমার বোনকে এক ব্যক্তির সাথে শাদী দেই, সে তাকে তালাক দিয়ে দেয়। যখন তার ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয় তখন সেই ব্যক্তি আমার কাছে আসে এবং তাকে পুনরায় শাদীর পয়গাম দেয়। কিন্তু আমি তাকে বলে দিই, আমি তাকে তোমার সাথে শাদী দিয়েছিলাম এবং তোমরা মেলামেশা করেছ এবং আমি তোমাকে মর্যাদা দিয়েছি। তারপরেও তুমি তাকে তালাক দিলে ? পুনরায় তুমি তাকে চাওয়ার জন্য এসেছ ? আল্লাহ্‌র কসম, সে আবার কখনও তোমার কাছে ফিরে যাবে না। মা'কিল বলেন, সে লোকটি অবশ্য খারাপ ছিল না এবং তার স্ত্রীও তার কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "তাদেরকে বাধা দিও না," এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার বোনকে তার কাছে শাদী দেব। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে তার সাথে পুনঃ শাদী দিলেন।

٢٦٨٣ . بَابٌ اِذَا كَانَ الْوَلِىُّ هُوَ الْخَاطِبَ وَخَطَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَاَةً هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَاَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لاُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ قَارِظٍ اَتَجْعَلِيْنَ اَمْرَكِ اِلَىَّ قَالَتْ نَعَمْ ، فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكِ وَقَالَ عَطَاءٌ لِيُشْهِدْ اَنِّىْ قَدْ نَكَحْتُكِ اَوْ لِيَاْمُرْ رَجُلاً مِنْ عَشِيْرَتِهَا ، وَقَالَ سَهْلٌ قَالَتِ امْرَاَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَهَبُ لَكَ نَفْسِىْ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا

banglainternet.com

২৬৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ ওলী বা অভিভাবক নিজেই যদি শাদীর প্রার্থী হয়। মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) এমন এক মহিলার সাথে শাদীর প্রস্তাব দেন, যার নিকটতম অভিভাবক তিনিই ছিলেন। সুতরাং তিনি অন্য একজনকে তার সাথে শাদী বন্ধনে আদেশ দিলে সে ব্যক্তি তার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিলেন। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) উম্মে হাকীম বিন্‌তে কারিয (রা)-কে বললেন, তুমি কি তোমার শাদীর ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দেবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি তোমাকে শাদী করলাম। আতা (রা) বলেন, অভিভাবক লোকদেরকে সাক্ষী রেখে বলবে, আমি তোমাকে শাদী করলাম, অথবা ঐ মহিলার নিকটতম আত্মীয়দের কাউকে তার কাছে তাকে শাদী দেয়ার জন্য বলবে। সাহল (রা) বলেন, একজন মহিলা এসে নবী ﷺ-এর কাছে বলল, আমি নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। এরপর একজন লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই মহিলাকে যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন

٤٧٥٩ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، قَالَتْ هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِيْ مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ اَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ فَيَحْبِسُهَا ، فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ ـ

৪৭৫৯ ইব্ন সালাম (রা) ..... হযরত আয়েশা (রা) আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত হচ্ছে "তারা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে ফয়সালা চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন .....।"

এই আয়াত হচ্ছে ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে, যারা কোন অভিভাবকের অধীনে আছে এবং তারা ঐ অভিভাবকের ধন-সম্পদেও অংশীদার; অথচ সে নিজে ওকে শাদী করতে ইচ্ছুক নয় এবং অন্য কেউ তাদেরকে শাদী করুক এবং ধন-সম্পদে ভাগ বসাক তাও পছন্দ করে না। তাই সে তার শাদীতে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

٤٧٦٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ فَجَاءَتْهُ امْرَاَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَضَ فِيْهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا

banglainternet.com

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا عِنْدِيْ مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، قَالَ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، وَلٰكِنْ اَشُقُّ بُرْدَتِيْ هٰذِهِ فَاُعْطِيْهَا النِّصْفَ ، وَاٰخُذُ النِّصْفَ ، قَالَ لاَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৭৬০ আহমদ ইবন মিকদাম (র) ..... সাহল ইবন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ-এর নিকট একজন মহিলা এসে নিজকে পেশ করল। নবী ﷺ তার আপাদমস্তক সুন্দর করে দেখলেন; কিন্তু তার কথার কোন প্রতি-উত্তর দিলেন না। একজন সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি ? লোকটি উত্তর করল, না, আমার কাছে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, একটি লোহার আংটিও নেই ? লোকটি উত্তর করল, না, একটি লোহার আংটিও নেই। কিন্তু আমি আমার পরিধানের তহবন্দের অর্ধেক তাকে দেব আর অর্ধেক নিজে পরব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না। তোমার কুরআন মজীদের কিছু জানা আছে ? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার পরিবর্তে তাকে তোমার সাথে শাদী দিলাম।

٢٦٨٤. بَابُ اِنْكَاحُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَالّٰئِيْ لَمْ يَحِضْنَ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ اَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوْغِ

২৬৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ কার জন্য ছোট শিশুদের শাদী দেয়া বৈধ। আল্লাহ্ তা'আলার কালাম "এবং যারা ঋতুমতী হয়নি" –এই আয়াতকে দলীল হিসাবে ধরে নাবালেগার ইদ্দত তিন মাস নির্ধারণ করা হয়েছে

٤٧٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَاُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكُثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا ـ

banglainternet.com

৪৭৬১ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন তাঁকে শাদী করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬ বছর এবং নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথে বাসর ঘর করেন এবং তিনি তাঁর সান্নিধ্যে নয় বছরকাল ছিলেন।

٢٦٨٥. بَابُ تَزْوِيْجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الْإِمَامِ ، قَالَ عُمَرُ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَىَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ

২৬৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আপন পিতা কর্তৃক নিজ কন্যাকে কোন ইমামের সঙ্গে শাদী দেয়া। উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ আমার কন্যা-হাফসার সাথে শাদীর প্রস্তাব দিলে আমি তাকে তাঁর সাথে শাদী দেই

٤٧٦٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ ، قَالَ هِشَامٌ : وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِيْنَ -

৪৭৬২ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (রা) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তাঁর ছয় বছর বয়স তখন নবী ﷺ তাঁকে শাদী করেন। তিনি তাঁর সাথে বাসর ঘর করেন নয় বছর বয়সে। হিশাম (রা) বলেন, আমি জেনেছি যে, আয়েশা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে নয় বছর ছিলেন।

٢٦٨٦. بَابُ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

২৬৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ সুলতানই ওলী বা অভিভাবক (যার কোন ওলী নেই)। এর প্রমাণ নবী ﷺ -এর হাদীস ঃ আমি তাকে তোমার কাছে জানা কুরআনের বিনিময়ে শাদী দিলাম

٤٧٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِيْ فَقَامَتْ طَوِيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِيْ اِلاَّ اِزَارِيْ ، فَقَالَ اِنْ أَعْطَيْتَهَا اِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا ، فَقَالَ مَا

banglainternet.com

اَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَئٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৭৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (রা) ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার জীবনকে আপনার কাছে পেশ করলাম। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এরপর একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আপনার প্রয়োজন না থাকলে, আমার সঙ্গে এর শাদী দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে মোহরানা দেয়ার মতো কি কিছু আছে? লোকটি বলল, আমার এ তহবন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তুমি তহবন্দখানা তাকে দিয়ে দাও, তাহলে তোমার কিছু থাকবে না। সুতরাং তুমি অন্য কিছু তালাশ কর। লোকটি বলল, আমি কোন কিছুই পেলাম না। নবী ﷺ বললেন, তালাশ কর, যদি একটি লোহার আংটিও পাও। সে কিছুই পেল না। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কুরআন শরীফের কিছু অংশ তোমার জানা আছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ! অমুক অমুক সূরা আমার জানা আছে এবং সে সূরাগুলোর নাম একে একে উল্লেখ করল। নবী ﷺ বললেন, কুরআনের যে যে অংশ তোমার জানা আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার নিকট শাদী দিলাম।

٢٦٨٧ . بَابٌ لَايُنْكِحُ الْاَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ اِلاَّ بِرِضَاهَا

২৬৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা বা অভিভাবক কুমারী অথবা বিবাহিতা মেয়েকে তাদের সম্মতি ব্যতীত শাদী দিতে পারে না

٤٧٦٤ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَاتُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا ؟ قَالَ اَنْ تَسْكُتَ ـ

৪৭৬৪ মু'আয বিন ফদালা (রা) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন বিধবা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া শাদী দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া শাদী দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেমন করে তার অনুমতি নেব। তিনি বললেন, তার চুপ করে থাকাটাই তার অনুমতি।

banglainternet.com

٤٧٦٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلٰى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِيْ قَالَ رِضَاهَا صَمْتُهَا ـ

৪৭৬৫ আমর ইবন রবী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই কুমারী মেয়েরা লজ্জাশীলা। নবী ﷺ বলেন, তার চুপ থাকাটাই তার সম্মতি।

٢٦٨٨ . بَابٌ اِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُوْدٌ

২৬৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার কন্যার অনুমতি ব্যতীত তাকে শাদী দেয়, সে শাদী বাতিল বলে গণ্য হবে

٤٧٦٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيْدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ . فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ ـ

৪৭৬৬ ইসমাঈল (র) ..... হযরত খানসা বিনতে খিযাম আল আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি বয়স্কা ছিলেন তখন তার পিতা তাকে শাদী দেন। এ শাদী তার পছন্দ ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলে তিনি এ শাদী বাতিল করে দেন।

٤٧٦٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا يُزِيْدُ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَجُلاً يُدْعٰى خِذَامًا اَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ ـ

৪৭৬৭ ইসহাক (র) ..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ এবং মুজাম্মি ইবন ইয়াযীদ উভয়েই বর্ণনা করেন যে, 'খিযাম' নামক এক ব্যক্তি একটা মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া অন্যের সঙ্গে শাদী দেন। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের বর্ণনার ন্যায়।

banglainternet.com

٢٦٨٩ . بَابُ تَزْوِيْجِ الْيَتِيْمَةِ ، لِقَوْلِهِ : وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَتُقْسِطُوْا فِيْ

الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ وَاِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِىْ فُلَانَةَ فَمَكَثَ سَاعَةً اَوْ قَالَ مَامَعَكَ فَقَالَ مَعِىْ كَذَا وَكَذَا اَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ فِيْهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৬৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম বালিকার শাদী দেয়া। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "যদি তোমরা ভয় কর যে ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমার পছন্দ মতো অন্য কাউকে শাদী কর।" কেউ কোন অভিভাবককে যদি বলে, অমুক মহিলাকে আমার সঙ্গে শাদী দিন এবং সে যদি চুপ থাকে অথবা তাকে বলে তোমার কাছে কি আছে? সে উত্তরে বলে, আমার কাছে এই এই আছে অথবা নীরব থাকে। এরপর অভিভাবক বলেন, আমি তাকে তোমার কাছে শাদী দিলাম, তাহলে তা বৈধ। এ ব্যাপারে সাহল (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٦٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ قَالَ لَهَا يَا اُمَّتَاهْ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى اِلٰى مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فِىْ اَكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ اِلٰى وَتَرْغَبُوْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوْا فِىْ نِكَاحِهَا وَنَسِبِهَا وَالصَّدَاقِ وَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبًا عَنْهَا فِىْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَاَخَذُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا

banglainternet.com

يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَنْكِحُوْهَا اِذَا رَاغِبُوْا فِيْهَا اِلاَّ اَنْ يَقْسِطُوْا لَهَا وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا الْاَوْفٰى مِنَ الصَّدَاقِ -

৪৭৬৮ আবুল ইয়ামান (র) ..... হযরত উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, খালাম্মা, "যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারবে না তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার মালিক ....। এই আয়াত কোন্ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে ? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, হে আমার ভাগ্নে! এই আয়াত ঐ ইয়াতীম বালিকাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং সেই অভিভাবক তার রূপ ও সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে তাকে শাদী করতে চায়; কিন্তু তার মোহরানা কম দিতে চায়। এই আয়াতের মাধ্যমে উক্ত বালিকাদের শাদী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের ব্যতীত অন্য নারীদের শাদী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য যদি সে এদের পূর্ণ মোহরানা আদায় করে দেয় তবে সে শাদী করতে পারবে। আয়েশা (রা) আরো বলেন, পরবর্তী সময় লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ "তারা তোমার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ..... এবং তোমরা যাদের শাদী করতে চাও" আল্লাহ্ তা'আলা এদের জন্য এ আয়াত নাযিল করেন; যদি কোন ইয়াতীম বালিকার সৌন্দর্য এবং সম্পদ থাকে, তাহলে এরা তাদেরকে শাদী করতে চায় এবং এদের স্বীয় আভিজাত্যের ব্যাপারেও ইচ্ছা পোষণ করে এবং মোহর কম দিতে চায়। কিন্তু সে যদি তাদের পসন্দমতো পাত্রী না হয়, তার সম্পদ ও রূপ কম হওয়ার কারণে এদেরকে ত্যাগ করে অন্য মেয়ে শাদী করে। আয়েশা (রা) বলেন, যেমনিভাবে এদের প্রতি অনীহার সময় এদের পরিত্যাগ করতে চায় তদ্রূপ যে সময় আকর্ষণ থাকবে, সে সময়েও যেন তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করে পূর্ণ মোহর আদায় করে।

٢٦٩٠. بَابٌ اِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِيْ فُلاَنَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَاِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ اَرَضِيْتَ اَوْ قَبِلْتَ

২৬৯০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন শাদী প্রার্থী পুরুষ অভিভাবককে বলে, অমুক মেয়েকে আমার কাছে শাদী দিন এবং মেয়ের অভিভাবক বলে, তাকে এত মোহরানার বিনিময়ে তোমার সাথে শাদী দিলাম, তাহলে এই শাদী বৈধ হবে যদিও সে জিজ্ঞেস না করে, তুমি কি রাযী আছ ? তুমি কি কবুল করেছ

٤٧٦٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَالِيَ الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ . فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

banglainternet.com

زَوِّجنِيهَا ، قَالَ مَا عِندَكَ ؟ قَالَ مَا عِندِي شَيءٌ قَالَ اَعطِهَا وَلَو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ ، قَالَ مَا عِندِي شَيءٌ قَالَ فَمَا عِندَكَ مِنَ القُرآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَد مَلَّكتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ـ

৪৭৬৯ আবু নু'মান ..... হযরত সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এলো এবং নিজকে শাদীর জন্য তাঁর কাছে পেশ করল। তিনি বললেন, এখন আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। এরপর উপস্থিত একজন লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার সাথে শাদী দিন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি আছে? লোকটি বলল, আমার কিছু নেই। নবী ﷺ বললেন, তাকে একটি লোহার আংটি হলেও দাও। লোকটি বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী ﷺ বললেন, তোমার কাছে কি পরিমাণ কুরআন আছে? লোকটি বলল, এ পরিমাণ কুরআন শরীফ আছে। নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন শরীফ জান, তার বিনিময়ে এই মহিলাকে তোমার কর্তৃত্বে দিয়ে দিলাম।

٢٦٩١. بَابُ لاَ يَخطُبُ عَلَى خِطبَةِ اَخِيهِ حَتَّى يَنكِحَ اَو يَدَعَ ـ

২৬৯১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার শাদী হবে অথবা আপন প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে

٤٧٧٠ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بنُ اِبرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ اَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَن يَبِيعَ بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ وَلاَ يَخطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطبَةِ اَخِيهِ حَتَّى يَترُكَ الخَاطِبُ قَبلَهُ اَو يَاذَنَ لَهُ الخَاطِبُ ـ

৪৭৭০ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কাউকে এক ভাই কোন জিনিসের দাম করলে অন্যকে তার দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের শাদী প্রস্তাবের ওপরে অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে বা তাকে অনুমতি দেবে।

٤٧٧١ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عَنِ الاَعرَجِ قَالَ قَالَ اَبُو هُرَيرَةَ بَاثُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُم وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكذَبُ الحَدِيثِ ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ،

banglainternet.com

وَلَا تَبَاغَضُوْا ، وَكُوْنُوْا اِخْوَانًا ، وَلَايَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْيَتْرُكَ ـ

৪৭৭১ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ করো না, এক অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিও না এবং একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা রেখো না; বরং পরস্পর ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম ভাইয়ের প্রস্তাবিত মহিলার কাছে শাদীর প্রস্তাব করো না; বরং ঐ পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না সে তাকে শাদী করে অথবা বাদ দেয়।

٢٦٩٢ . بَابُ تَفْسِيْرُ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

২৬৯২. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীর প্রস্তাব বাতিলের ব্যাখ্যা

٤٧٧٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ ، قَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَكَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ اِلَّا اَنِّيْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لِاُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَمُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ـ

৪৭৭২ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন, হাফসা (রা) বিধবা হলে আমি আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, আপনি যদি চান তবে হাফসা বিনত উমরকে আপনার কাছে শাদী দিতে পারি। আমি কয়েকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার শাদীর পয়গাম পাঠালেন। পরে আবু বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনার প্রস্তাবে উত্তর দিতে কোন কিছুই আমাকে বাধা দেয়নি; তবে আমি জেনেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং আমি কখনও নবী ﷺ -এর গোপন তথ্য প্রকাশ করতে পারি না। তিনি যদি তাকে বাদ দিতেন, তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করতাম। ইউনুস, মূসা ইবন উকবা এবং ইবন আবু আতীক যুহরীর সূত্রে উক্ত হাদীসের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

banglainternet.com

٢٦٩٣. بَابُ الْخُطْبَةُ

২৬৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীর খুতবা

٤٧٧٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا ـ

৪৭৭৩ কাবিস (রা) ..... ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, পূর্বাঞ্চল থেকে দু'ব্যক্তি এসে বক্তৃতা দিল। তখন নবী ﷺ বললেন, কোন কোন বক্তৃতা জাদুমন্ত্রের মতো।

٢٦٩٤. بَابُ ضَرْبُ الدُّفِّ فِى النِّكَاحِ وَالْوَلِيْمَةِ ـ

২৬৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহ ভোজে দফ বাজানো

٤٧٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِىَ عَلَىَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِىْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّىْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا ، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِىْ يَوْمَ بَدْرٍ ، اِذْ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ وَفِيْنَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ فَقَالَ دَعِىْ هٰذِهِ وَقُوْلِىْ بِالَّذِىْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ ـ

৪৭৭৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত রুবাই বিন্ত মুআব্বিয ইব্ন আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী ﷺ এলেন এবং আমার চাদরের ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময় আমাদের কচি মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত আমার বাপ-চাচাদের শোকগাথা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন এ কথা বলে ফেলল যে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি আগামী দিনের কথা জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কথা বলা ছেড়ে দাও এবং পূর্বে যা বলছিলে তাই বল।

banglainternet.com

٢٦٩٥. بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ،

وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ ، وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ .

২৬৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানা পরিশোধ কর।" আর অধিক মোহরানা এবং সর্বনিম্ন মোহরানা কত– এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এবং তোমরা যদি তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না।" এবং আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "অথবা তোমরা তাদের মোহরানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দাও।" সাহ্ল (রা) বলেছেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবে মোহরানা হিসাবে যোগাড় করে দাও

٤٧٧٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ .

৪৭৭৫ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) কোন এক মহিলাকে শাদী করলেন এবং তাকে মোহরানা হিসাবে খেজুর দানার পরিমাণ স্বর্ণ দিলেন। যখন নবী ﷺ তার মুখে শাদীর আনন্দের ছাপ দেখলেন তখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন; তখন সে বলল ঃ আমি একজন নারীকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে শাদী করেছি। কাতাদা আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান খেজুরের দানা পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা হিসাবে দিয়ে কোন মহিলাকে শাদী করেন।

٢٦٩٦ . بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

banglainternet.com

২৬৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে এবং কোন মোহরানা ব্যতীত বিবাহ প্রদান

٤٧٧٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا

حَازِمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُوْلُ اِنِّيْ لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَالَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْنِيْهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ ، قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئٌ ؟ قَالَ مَعِيَ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ اَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৭৭৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) ..... সাহল ইবন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নিজেকে আপনার কাছে পেশ করছি, এখন আপনার মতামত দিন। নবী ﷺ কোন উত্তর দিলেন না। এরপর মহিলাটি পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার জীবনকে আপনার কাছে পেশ করেছি। এতে আপনার মতামত কি ? তিনি কোন প্রতি উত্তর করলেন না। তারপর তৃতীয় বারে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আমার জীবন আপনার কাছে সোপর্দ করছি। আপনার মতামত কি ? এরপর একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই মহিলাকে আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার কাছে কিছু আছে ? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, যাও তালাশ কর, একটি লোহার আংটি হলেও নিয়ে এসো। লোকটি চলে গেল এবং খুঁজে দেখল। এরপর এসে বলল, আমি কিছুই পেলাম না; এমনকি একটি লোহার আংটিও না। নবী ﷺ বললেন, তোমার কি কিছু কুরআন জানা আছে? সে বলল, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ পার, তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার সাথে শাদী দিলাম।

٢٦٩٧ . بَابُ الْمَهْرُ بِالْعُرُوْضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ ـ

২৬৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা হিসাবে দ্রব্যসামগ্রী এবং লোহার আংটি

banglainternet.com

٤٧٧٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ ـ

৪৭৭৭ ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি শাদী কর একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।

٢٦٩٨. بَابُ الشُّرُوْطُ فِى النِّكَاحِ ، وَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ فَصَدَقَنِىْ ، وَوَعَدَنِىْ فَوَفَى لِىْ

২৬৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীতে শর্ত আরোপ করা। হযরত উমর (রা) বলেছেন, কোন চুক্তির শর্ত নির্ধারণ করলেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মিস্‌ওয়ার (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর এক জামাতার প্রশংসা করে বলেছেন যে, যখন সে আমার সাথে কথা বলেছে, সত্য বলেছে। যখন সে ওয়াদা করেছে, তখন ওয়াদা রক্ষা করেছে

٤٧٧٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَحَقُّ مَا اَوْ فَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ ، اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ـ

৪৭৭৮ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... হযরত উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সকল শর্তের চেয়ে শাদীর শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য এই জন্য যে, এর মাধ্যমেই তোমাদেরকে মহিলাদের বিশেষ অংশ ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

٢٦٩٩. بَابُ الشُّرُوْطُ الَّتِىْ لاَ تَحِلُّ فِى النِّكَاحِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : لاَ تَشْتَرِطِ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا

২৬৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীর সময় মেয়েদের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, একজন নারীর জন্য তার হবু স্বামীর কাছে এরূপ শর্ত আরোপ করা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) বোনকে (অর্থাৎ হবু স্বামীর আগের স্ত্রীকে) তালাক দেয়ার কথা বলে

banglainternet.com

٤٧٧٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ اُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَاِنَّمَا لَهَا مَاقُدِّرَ لَهَا ـ

৪৭৭৯ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, শাদীর সময় কোন নারীর জন্য এরূপ শর্ত আরোপ করা বৈধ নয় যে, তার বোনের তালাক দাবি করবে, যাতে সে তার পাত্র পূর্ণ করে নেয় (সব কিছুর ওপরে তার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে) কেননা, তার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে।

٢٧٠٠ . بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৭০০. অনুচ্ছেদ ঃ বরের জন্য সুফ্‌রা (হলুদ রঙ্গের সুগন্ধি) ব্যবহার করা। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٤٧٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَاَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ ، قَالَ كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا ؟ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ

৪৭৮০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটে এমন অবস্থায় এলেন যে, তার সুফরার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। রাসূল ﷺ তাকে চিহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) তার উত্তরে বললেন, তিনি এক আনসারী নারীকে শাদী করেছেন। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ ? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। নবী ﷺ বললেন, ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর যদি একটি বকরী দিয়েও হয়।

banglainternet.com

٤٧٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَيْنَبَ فَاَوْسَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ اِذَا تَزَوَّجَ ، فَاَتٰى حُجَرَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدْعُوْ وَيَدْعُوْنَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَاٰى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لَا اَدْرِىْ اَخْبَرْتُهُ اَوْ اُخْبِرَ بِخُرُوْجِهِمَا ـ

৪৭৮১ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যয়নাব (রা)-এর শাদীতে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন এবং মুসলমানদের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। তারপর তার অভ্যাস মত তিনি বাইরে আসেন এবং উম্মুল মু'মিনীনদের গৃহে প্রবেশ করে তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাঁরাও তাঁর জন্য দোয়া করেন। এরপরে ফিরে এসে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, দু'জন লোক বসে আছে। এরপর তিনি ফিরে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না যে, আমি তাকে ঐ লোক দু'টি চলে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছিলাম, না তিনি নিজেই কারুর দ্বারা খবর পেয়েছিলেন।

٢٧٠١. بَابُ كَيْفَ يُدْعٰى لِلْمُتَزَوِّجِ

২৭০১. অনুচ্ছেদ ঃ বরের জন্যে কিভাবে দোয়া করতে হবে

٤٧٨٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ ، قَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ

৪৭৮২ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর দেহে সুফ্‌রার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এ কি ? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি একজন মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে শাদী করেছি। নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ শাদীতে বরকত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।

٢٧٠٢. بَابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِىْ يَهْدِيْنَ الْعَرُوْسَ وَلِلْعَرُوْسِ

banglainternet.com

২৭০২. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ নারীদের দোয়া যারা কনেকে সাজায় এবং বরকে উপহার দেয়

٤٧٨٣ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَتْنِىْ اُمِّىْ فَاَدْخَلَتْنِى الدَّارَ، فَاِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ ـ

৪৭৮৩ ফারওয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী ﷺ আমাকে শাদী করেন তখন আমার মা আমার কাছে এলেন এবং আমাকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করালেন, আমি সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলাকে দেখলাম। তারা মঙ্গল, বরকত ও সৌভাগ্য কামনা করে দোয়া করছিলেন।

٢٧٠٣ . بَابٌ مَنْ اَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

২৭০৩. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন প্রত্যাশী

٤٧٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ غَزَا نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَاَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَبْنِىَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا *

৪৭৮৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্য থেকে কোন একজন নবী জিহাদের জন্য বের হলেন এবং নিজ লোকদেরকে বললেন, ঐ ব্যক্তি যেন আমার সাথে জিহাদে না যায়, যে শাদী করেছে এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে ইচ্ছা করে; অথচ এখনও মিলন হয়নি।

٢٧٠٤ . بَابٌ مَنْ بَنَى بِامْرَاَةٍ ، وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ

২৭০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নয় বছরের মেয়ের সাথে বাসর রাত্রি অতিবাহিত করে

٤٧٨٥ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ تَزَوُّجِ النَّبِىِّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سِتٍّ ، وَبَنَى بِهَا وَهِىَ ابْنَةُ تِسْعٍ ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا ـ

banglainternet.com

৪৭৮৫ কাবিসা ইব্‌ন উকবা (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ আয়েশা (রা)-কে শাদী করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর এবং যখন বাসর করেন তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর এবং (মোট) নয় বছর তিনি নবী ﷺ -এর সাথে জীবন যাপন করেন।

٢٧٠٥. بَابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

২৭০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে স্ত্রীর মিলন সম্পর্কে

٤٧٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ فَاُلْقِيَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْاَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيْمَتُهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ، فَقَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ ـ

৪৭৮৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তিনদিন পর্যন্ত মদীনা এবং খায়বরের মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি সাফিয়া বিনতে হুয়ায়া (রা)-এর সাথে শাদীবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর আমি মুসলমানদেরকে ওয়ালীমার জন্য দাওয়াত করি, তাতে রুটি ও গোশত ছিল না। নবী ﷺ চামড়ার দস্তরখান বিছাবার জন্য আদেশ করলেন এবং তাতে খেজুর, পনির এবং মাখন রাখা হল। এটাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওয়ালীমা। মুসলমানেরা একে অপরকে বলতে লাগল, সাফিয়া কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী হিসাবে গণ্য হবেন, না ক্রীতদাসী হিসাবে। সকলে বলল, নবী ﷺ যদি তাকে পর্দার ভিতরে রাখেন তাহলে তিনি উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে গণ্য হবেন। আর যদি পর্দায় না রাখেন, তাহলে ক্রীতদাসী হিসাবে গণ্য হবে। এরপর যখন নবী ﷺ রওয়ানা হলেন তখন লোকজন এবং তার মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

٢٧٠٦. بَابُ الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرَكَبٍ وَلاَ نِيْرَانٍ

banglainternet.com

২৭০৬. অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলায় শাদীবন্ধনের পর বাসর করা এবং আগুন জ্বালানো ও সওয়ারী ব্যতীত

٤٧٨٧ حَدَّثَنِيْ فَرْوَةُ بْنُ اَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَاَتَتْنِيْ اُمِّيْ فَاَدْخَلَتْنِيْ الدَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِي اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى ـ

৪৭৮৭ ফারওয়া ইবনে আবু মাগরা (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে শাদী করার পর আমার আম্মা আমার কাছে এলেন এবং আমাকে নবী ﷺ -এর ঘরে নিয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নের সময় আমার কাছে তাঁর আগমন ছাড়া আর কিছুই আমাকে অবাক করেনি।

٢٧٠٧ . بَابُ الْاَنْمَاطُ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

২৭০৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জন্য বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়ার ব্যবহার করা

٤٧٨٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلِ اتَّخَذْتُمْ اَنْمَاطًا ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنّٰى لَنَا اَنْمَاطٌ ؟ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ ـ

৪৭৮৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি বিছানার চাদর ব্যবহার করেছ ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোথায় বিছানার চাদর পাব ? নবী ﷺ বললেন, অতি সত্বর তুমি এগুলো পেয়ে যাবে।

٢٧٠٨ . بَابُ النِّسْوَةُ اللَّاتِيْ يَهْدِيْنَ الْمَرْاَةَ اِلَى زَوْجِهَا

২৭০৮. অনুচ্ছেদ ঃ যেসব নারী কনেকে বরের কাছে সাজিয়ে পাঠায় তাদের প্রসঙ্গ

٤٧٨٩ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا زَفَّتِ امْرَاَةً اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ، فَاِنَّ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ ـ

banglainternet.com

৪৭৮৯ ফযল ইবন ইয়াকুব (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক আনসারীর জন্য এক মহিলাকে শাদীর কনে হিসাবে সাজালে নবী ﷺ বললেন, হে আয়েশা! এই শাদী উপলক্ষে তুমি কি কোন রকম আনন্দ ফূর্তির ব্যবস্থা করনি? আনসারদের নিকট এটা খুবই পছন্দনীয়।

٢٧٠٩ . بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوْسِ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ ، وَاسْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّبِنَا فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ رِفَاعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ اُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ ، فَقَالَتْ لِىْ اُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ اَهْدَيْنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِىْ ، فَعَمَدَتْ اِلٰى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَاَقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِىْ بُرْمَةٍ ، فَاَرْسَلَتْ بِهَا مَعِىْ اِلَيْهِ . فَانْطَلَقْتُ بِهَا اِلَيْهِ ، فَقَالَ لِىْ ضَعْهَا ثُمَّ اَمَرَنِىْ فَقَالَ ادْعُ رِجَالاً سَمَّاهُمْ ، وَادْعُ لِىْ مَنْ لَقِيْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِىْ اَمَرَنِىْ فَرَجَعْتُ فَاِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِاَهْلِهِ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوْ عَشَرَةً عَشَرَةً يَاْكُلُوْنَ مِنْهُ ، وَيَقُوْلُ لَهُمْ اذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ ، وَلْيَاْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ ، قَالَ حَتّٰى تَصَدَّعُوْا كُلُّهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِىَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُوْنَ قَالَ وَجَعَلْتُ اَغْتَمُّ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْوَ الْحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِىْ اِثْرِهِ فَقُلْتُ اِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوْا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَاَرْخَى السِّتْرَ وَاِنِّىْ لَفِى الْحُجْرَةِ ، وَهُوَ يَقُوْلُ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ ، وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا ، فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ

banglainternet.com

ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ . قَالَ اَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ اَنَسٌ اِنَّهُ خَدَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ

২৭০৯. অনুচ্ছেদ ঃ দুলহীনকে উপঢৌকন প্রদান। আবু উসমান বলেন, একদিন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) আমাদের বনী রিফা'আর মসজিদের নিকট গমনকালে তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যখনই উম্মে সুলায়মের নিকট দিয়ে নবী ﷺ যেতেন, তাঁকে সালাম দিতেন। আনাস (রা) আরো বলেন, নবী ﷺ-এর যখন যয়নাব (রা)-এর সাথে শাদী হয়, তখন উম্মে সুলায়ম আমাকে বললেন, চল আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে কিছু হাদীয়া পাঠাই। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি খেজুর, মাখন ও পনির এক সাথে মিশিয়ে হালুয়া বানিয়ে একটি ডেকচিতে করে আমার মারফত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঠালেন। আমি সেসব নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি এগুলো রেখে দিতে বলেন এবং আমাকে কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে ডেকে আনার আদেশ করলেন। আরো বললেন, যার সাথে দেখা হয় তাকেও দাওয়াত দিবে। তিনি যে ভাবে আমাকে হুকুম করলেন, আমি সেই ভাবে কাজ করলাম। যখন আমি ফিরে এলাম, তখন ঘরে অনেক লোক দেখতে পেলাম। নবী ﷺ তখন হালুয়া (হাইশা) পাত্রের মধ্যে হাত রাখা অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি মোতাবেক কিছু কথা বললেন। তারপর তিনি দশ দশ জন করে লোক খাবারের জন্য ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু কর এবং প্রত্যেকে পাত্রের নিজ নিজ দিক হতে খাও। যখন তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হল তাদের মধ্য থেকে অনেকেই চলে গেল এবং কিছু সংখ্যক লোক কথাবার্তা বলতে থাকল। যা দেখে আমি বিরক্তি বোধ করলাম। তারপর নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে গেলেন। আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি বললাম, তারাও চলে গেছে তখন তিনি নিজের কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তিনি তাঁর কক্ষে থাকলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ মু'মিনগণ, তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা খাবার তৈরির অপেক্ষা না করে নবীগৃহে খাবার জন্য প্রবেশ করো না। তবে যদি তোমাদেরকে ডাকা হয় তাহলে প্রবেশ কর এবং খাওয়া শেষ করে চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না এবং তোমাদের এরূপ আচরণ নবীর মনে কষ্ট হয়, তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। আবু উসমান (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন যে, তিনি দশ বছর নবী ﷺ-এর খেদমত করেছেন।

banglainternet.com

٢٧١٠ . بَابُ اِسْتِعَارَةُ الثِّيَابِ لِلْعَرُوْسِ وَغَيْرِهَا

২৭১০. অনুচ্ছেদ ঃ দুলহীনের জন্যে কাপড়-চোপড় পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ধার করা

٤٧٩٠ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِىْ طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ ، فَلَمَّا اَتَوُ النَّبِىَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَانَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ ، اِلَّا جَعَلَ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا ، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً ـ

৪৭৯০ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি আসমা (রা) থেকে গলার একছড়া হার ধার হিসাবে এনেছিলেন। এরপর তা হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে তা খোঁজ করে বের করার জন্য পাঠালেন। এমন সময় সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তারা বিনা ওযূতে সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করলেন, তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হল। উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বললেন, [হে আয়েশা (রা)!] আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন! কারণ যখনই আপনার ওপর কোন অসুবিধা আসে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তা আপনার জন্য বিপদমুক্তির ও উম্মতের জন্য বরকতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

٢٧١١ . بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ

২৭১১. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর কাছে গমনকালে কি বলতে হবে ?

٤٧٩١ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ يَقُوْلُ حِيْنَ يَاْتِىْ اَهْلَهُ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِىْ ذٰلِكَ اَوْ قُضِىَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا ـ

banglainternet.com

৪৭৯১ সা'দ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন স্ত্রী-সহবাস করে, তখন যেন সে বলে, 'বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা'– আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।

٢٧١٢. بَابُ الْوَلِيْمَةُ حَقٌّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

২৭১২. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালীমা একটি অধিকার। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর, যদি একটি মাত্র বকরীর দ্বারাও হয়।

٤٧٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ فَكَانَ اُمَّهَاتِيْ يُوَاظِبْنَنِيْ عَلٰى خِدْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِيْنَ ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ سَنَةً ، فَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِيْنَ اُنْزِلَ ، وَكَانَ اَوَّلَ مَا اُنْزِلَ فِيْ مُبْتَنٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ اَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَاَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَطَالُوا الْمُكْثَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوْا فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ وَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ظَنَّ اَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ لَمْ يَقُوْمُوْا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ

banglainternet.com

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَاُنْزِلَ الْحِجَابُ ـ

৪৭৯২ ইয়াহিয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ মদীনায় আসেন তখন আমার বয়স দশ বছর ছিল। আমার মা, চাচী ও ফুফুরা আমাকে রাসূল ﷺ-এর খাদেম হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এরপর আমি দশ বছরকাল তাঁর খেদমত করি। যখন নবী ﷺ-এর ইন্তিকাল হয় তখন আমার বয়স ছিল বিশ বছর। আমি পর্দা সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানি। পর্দা সম্পর্কীয় প্রাথমিক আয়াতসমূহ যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-এর সাথে নবী ﷺ-এর বাসর রাত যাপনের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। সেদিন সকাল বেলা নবী ﷺ দুলহা ছিলেন এবং লোকদেরকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলেন। সুতরাং তাঁরা এসে খানা খেলেন। কিছুসংখ্যক ছাড়া সবাই চলে গেলেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ নবী ﷺ-এর সাথে কাটালেন। তারপর নবী ﷺ উঠে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু চলে এলাম, যাতে করে অন্যেরাও বের হয়ে আসে। নবী ﷺ সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, এমন কি তিনি আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে গেলেন, এরপরে বাকি লোকগুলো হয়ত চলে গেছে এ কথা ভেবে তিনি ফিরে এলেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে এলাম। নবী ﷺ যয়নাব (রা)-এর কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, লোকগুলো বসে রয়েছে- চলে যায়নি। সুতরাং নবী ﷺ পুনরায় বাইরে বেরুলেন এবং আমি তাঁর সাথে এলাম। যখন আমরা আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলাম, তিনি ভাবলেন যে, এতক্ষণে হয়ত লোকগুলো চলে গিয়েছে। তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এসে দেখলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। এরপর নবী ﷺ আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা টেনে দিলেন। এ সময়ে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।

٢٧١٣ . بَابُ الْوَلِيْمَةُ وَلَوْ بِشَاةٍ

২৭১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালীমা বা বিবাহ-ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত, যদিও তা একটি বকরীর দ্বারা হয়

٤٧٩٣ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا قَالَ سَاَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ كَمْ اَصْدَقْتَهَا ، قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ عَلَى الْاَنْصَارِ ، فَنَزَلَ

banglainternet.com

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلٰى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ اُقَاسِمُكَ مَالِيْ وَاُنْزِلُ لَكَ عَنْ اِحْدٰى امْرَاَتَيَّ ، قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ ، فَخَرَجَ اِلَى السُّوْقِ فَبَاعَ وَاشْتَرٰى ، فَاَصَابَ شَيْئًا مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ

৪৭৯৩ আলী (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) একজন আনসারী মহিলাকে শাদী করলেন। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি উত্তর করলেন, একটি খেজুরের আঁটির পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। আনাস (রা) আরও বলেন, যখন নবী ﷺ -এর সাহাবিগণ মদীনায় আগমন করলেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের গৃহে অবস্থান করতেন। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) সা'দ ইবনুর রাবী (রা)-এর গৃহে অবস্থান করতেন। সা'দ (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন, আমি আমার বিষয়-সম্পত্তি দু'ভাগ করে আমরা উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নেব এবং আমি আমার দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন তোমাকে দেব। আবদুর রহমান (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমার সম্পত্তি ও স্ত্রীদেরকে বরকত দান করুন। তারপর আবদুর রহমান (রা) বাজারে গেলেন এবং ব্যবসা করতে লাগলেন এবং লাভ হিসাবে কিছু পনির ও ঘি পেলেন এবং শাদী করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, একটি ছাগল দ্বারা হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।

٤٧٩٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ ـ

৪৭৯৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন শাদী করেন, তখন ওয়ালীমা করেন, কিন্তু যয়নাব (রা)-এর শাদীর সময় যে পরিমাণ ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা অন্য কারো বেলায় করেননি। সেই ওয়ালীমা ছিল একটি ছাগল দিয়ে।

٤٧٩٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَاَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ ـ

banglainternet.com

৪৭৯৫ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ

সাফিয়া (রা)-কে আযাদ করে শাদী করেন এবং এই আযাদ করাকেই তাঁর মোহরানা নির্দিষ্ট করেন এবং 'হাইস' বা এক প্রকার সুস্বাদু হালুয়ার দ্বারা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন।

٤٧٩٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَاَةٍ فَاَرْسَلَنِيْ فَدَعَوْتُ رِجَالاً اِلَى الطَّعَامِ ـ

৪৭৯৬ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর এক সহধর্মিণীর সাথে বাসর ঘরের ব্যবস্থা করলেন এবং ওয়ালীমার দাওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে পাঠালেন।

٢٧١٤. بَابٌ مَنْ اَوْلَمَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ اَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

২৭১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীর শাদীর সময় অন্যদের শাদীর সময়কার ওয়ালীমার চেয়ে বড় ধরনের ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা

٤٧٩٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيْجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ اَنَسٍ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَوْلَمَ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَيْهَا اَوْلَمَ بِشَاةٍ ـ

৪৭৯৭ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যয়নাবের শাদীর আলোচনায় আনাস (রা) উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, যয়নাব বিনতে জাহাশের সাথে নবী ﷺ-এর শাদীর সময় যে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার চেয়ে অধিক ওয়ালীমার ব্যবস্থা আর কারো শাদীর সময় করতে আমি দেখিনি। এই শাদী অনুষ্ঠানে তিনি একটি ছাগল দ্বারা ওয়ালীমা করেন।

٢٧١٥. بَابٌ مَنْ اَوْلَمَ بِاَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

২৭১৫. অনুচ্ছেদ ঃ একটি ছাগলের চেয়ে কম কিছুর দ্বারা ওয়ালীমা করা

٤٧٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ اَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ ـ

banglainternet.com

৪৭৯৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... হযরত সাফিয়া বিন্‌তে শায়বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর কোন এক স্ত্রীর শাদীতে দুই মুদ (চার সের) পরিমাণ যব দ্বারা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন।

٢٧١٦ . بَابُ حَقِّ اِجَابَةِ الْوَلِيْمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ اَوْلَمَ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ

২৭১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালীমার দাওয়াত গ্রহণ করা কর্তব্য। যদি কেউ একাধারে সাত দিন অথবা অনুরূপ বেশি দিন ওয়ালীমার ব্যবস্থা করে, কেননা নবী ﷺ ওয়ালীমার সময় এক বা দুই দিন ধার্য করেননি

٤٧٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَاتِهَا ـ

৪৭৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলে তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

٤٨٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فُكُّوا الْعَانِيَ ، وَاَجِيْبُوا الدَّاعِيَ ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ ـ

৪৮০০ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বন্দীদেরকে মুক্তি দাও, দাওয়াত কবূল কর এবং রোগীদের সেবা কর।

٤٨٠١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ، وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ ، وَاِفْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَاِجَابَةِ

banglainternet.com

الدَّاعِىْ : وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيَّةِ ، وَالْاِسْتَبْرَقِ ، وَالدِّيْبَاجِ تَابَعَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِىُّ عَنْ اَشْعَثَ فِىْ اِفْشَاءِ السَّلَامِ ـ

৪৮০১ হাসান ইবন রবী (র) ..... বারা-ইবন আযিব (রা) বলেছেন, নবী ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে বলেছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রোগীর সেবাযত্ন করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, হাঁচি দিলে তার জবাব দেয়া, কসম পুরা করায় সহযোগিতা করা, মজলুমকে সাহায্য করা, সালামের বিস্তার করা এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা কবূল করা– এইসব করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন স্বর্ণের আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, ঘোড়ার পিঠের ওপরে রেশমী গদি ব্যবহার করতে এবং 'কাস্‌সিয়া' বা পাতলা রেশমী কাপড় এবং দীবাজ ব্যবহার করতে। আবু আওয়ানা এবং শায়বানী আশ্‌আস সূত্রে সালামের বিস্তারের কথা সমর্থন করে বর্ণনা করেন।

٤٨٠٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا اَبُوْ اُسَيْدِنِ السَّاعِدِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عُرْسِهِ وَكَانَتِ امْرَاَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِىَ الْعَرُوْسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُوْنَ مَاسَقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا اَكَلَ سَقَتْهُ اِيَّاهُ ـ

৪৮০২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আবু উসায়দ আস্ সাঈদী (রা) নবী ﷺ-কে তার শাদী উপলক্ষে ওয়ালীমায় দাওয়াত করলেন। তাঁর নববধূ সেদিন খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। সাহল বলেন, তোমরা কি জান, সে দিন নবী ﷺ -কে কি পানীয় সরবরাহ করা হয়েছিল ? সারারাত ধরে কিছু খেজুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখে তা থেকে তৈরি পানীয়। নবী ﷺ যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন তাঁকে ঐ পানীয়ই পান করতে দেয়া হয়।

٢٧١٧. بَابٌ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

২৭১৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে দাওয়াত কবূল করে না, সে যেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-কে নাফরমানী করল

banglainternet.com

٤٨٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ ، يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ ـ

৪৮০৩ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ওয়ালীমায় শুধুমাত্র ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওয়ালীমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে নাফরমানী করে।

٢٧١٨ . بَابٌ مَنْ اَجَابَ اِلٰى كُرَاعٍ

২৭১৮. অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর পায়া খাওয়ানোর জন্যও যদি দাওয়াত করা হয়

٤٨٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ اِلٰى كُرَاعٍ لَاَجَبْتُ ، وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ ـ

৪৮০৪ আবদান (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমাকে যদি কেউ পায়া খেতে দাওয়াত দেয় আমি তা কবুল করব এবং আমাকে যদি কেউ পায়া হাদীয়া দেয়, তবে আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করব।

٢٧١٩ . بَابٌ اِجَابَةُ الدَّاعِىْ فِى الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا

২৭১৯. অনুচ্ছেদ ঃ শাদী বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে দাওয়াত গ্রহণ করা

٤٨٠٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجِيْبُوْا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَاْتِى الدَّعْوَةَ فِى الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ ـ

banglainternet.com

৪৮০৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যদি তোমাদেরকে শাদী অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণ কর। নাফে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি রোযাদার হলেও শাদী বা এ ধরনের দাওয়াত পেলে সে দাওয়াত রক্ষা করতেন।

٢٧٢٠. بَابُ ذَهَابُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ اِلَى الْعُرْسِ

২৭২০. অনুচ্ছেদ ঃ বরযাত্রীদের সাথে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণ

٤٨٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ -

৪৮০৬ আবদুর রহমান ইব্নুল মুবারক (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ কিছু সংখ্যক মহিলা এবং শিশুকে শাদীর অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখলেন। তিনি আনন্দের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্র নামে বলছি, তোমরা সকল মানুষের চেয়ে আমার কাছে প্রিয়।

٢٧٢١. بَابُ هَلْ يَرْجِعُ اِذَا رَاَى مُنْكَرًا فِى الدَّعْوَةِ ، وَرَاَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ صُوْرَةً فِى الْبَيْتِ فَرَجَعَ ، وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ اَبَا اَيُّوْبَ فَرَاَى فِى الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ ، فَقَالَ مَنْ كُنْتُ اَخْشٰى عَلَيْهِ فَلَمْ اَكُنْ اَخْشٰى عَلَيْكَ وَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ -

২৭২১. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন অনুষ্ঠানে দীনের খেলাফ বা অপছন্দনীয় কোন কিছু নজরে আসে, তা হলে ফিরে আসবে কি ? ইব্ন মাসউদ (রা) কোন এক বাড়িতে (প্রাণীর) ছবি দেখে ফিরে এলেন। ইব্ন উমর (রা) আবু আইয়ুব (রা)-কে দাওয়াত করে বাড়িতে আনলেন। তিনি এসে ঘরের দেয়ালের পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন। এরপর হযরত ইব্ন

banglainternet.com

উমর (রা) এ ব্যাপারে বললেন, মহিলারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। হযরত আবু আইয়ূব (রা) বললেন, আমি যাদের সম্পর্কে আশংকা করেছিলাম, আপনি তাদের মধ্যে হবেন না বলেই মনে করেছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার ঘরে কোন খাদ্য গ্রহণ করব না। এরপর তিনি চলে গেলেন।

٤٨٠٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ ، فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ ، مَاذَا اَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ ، قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لَاتَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ـ

৪৮০৭ ইসমাঈল (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বালিশ বা গদি কিনে এনেছিলাম, যার মধ্যে ছবি ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ছবিটি দেখলেন, তিনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন; ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর চোখে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করছি এবং তাঁর রাসূলের কাছে ফিরে আসছি। আমি কী অন্যায় করেছি ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই বালিশ কিসের জন্য ? আমি বললাম, এটা আপনার জন্য খরিদ করে এনেছি, যাতে আপনি বসতে পারেন এবং হেলান দিতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে, যা তুমি সৃষ্টি করেছ তার প্রাণ দাও এবং তিনি আরও বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

٢٧٢٢. بَابُ قِيَامِ الْمَرْاَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

banglainternet.com

২৭২২. অনুচ্ছেদ ঃ নববধূ কর্তৃক শাদী অনুষ্ঠানে খেদমত করা

٤٨٠٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ

اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ اَبُوْ اُسَيْدِنِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ اِلاَّ امْرَاَتُهُ اُمُّ اُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِيْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ اَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُحْفَةً بِذٰلِكَ ـ

৪৮০৮ সাঈদ ইব্‌ন আবু মারয়াম (র) ..... হযরত সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু উসায়দ আস্‌সাঈদী (রা) তাঁর ওয়ালীমায় নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবিগণকে দাওয়াত দিলেন, তখন তাঁর নববধূ উম্মু উসায়দ ছাড়া আর কেউ উক্ত খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন করেনি। তিনি একটি পাথরের পাত্রে সারা রাত পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখেন। যখন ﷺ খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন, তখন সেই তোহফা ﷺ -কে পান করান।

٢٧٢٣ . بَابُ النَّقِيْعُ وَالشَّرَابُ الَّذِيْ لاَ يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ

২৭২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আন্‌-নাকী বা অন্যান্য শরবত বা পানীয়, যার মধ্যে মাদকতা নেই। এই রকম শরবত ওয়ালীমাতে পান করানো

٤٨٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدِنِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَاَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوْسُ ، فَقَالَتْ اَوْ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَنْقَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِيْ تَوْرٍ ـ

৪৮০৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসায়দ আস্‌সাঈদী (রা) তাঁর ওয়ালীমায় নবী ﷺ -কে দাওয়াত দেন। তাঁর নববধূ সেদিন নবী ﷺ -কে খাদ্য এবং পানীয় পরিবেশন করেন। সাহ্‌ল (রা) বলেন, তোমরা কি জান সেই নববধূ রাসূল ﷺ -কে কি পান করিয়েছিলেন। তিনি নবী ﷺ -এর জন্য একটি পানপাত্রে কিছু খেজুর সারারাত ধরে ভিজিয়ে রেখেছিলেন।

banglainternet.com

٢٧٢٤. بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّمَا الْمَرْاَةُ كَالضِّلَعِ

২৭২৪. অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, আর এ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন, নারীরা পাঁজরের হাড়ের মত

٤٨١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَرْاَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ -

৪৮১০ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নারীরা হচ্ছে পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং, যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে।

٢٧٢٥. بَابُ الْوَصَاةُ بِالنِّسَاءِ

২৭২৫. অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ওসীয়ত

٤٨١١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِيْ جَارَهُ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا -

৪৮১১ ইসহাক ইব্‌ন নসর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে আল্লাহ্ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে

banglainternet.com

বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তুমি তা যেভাবে আছে সে ভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। অতএব, তোমাদেরকে ওসীয়ত করা হলো নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার।

٤٨١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَّقِي الْكَلاَمَ وَالاِنْبِسَاطَ اِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ هَيْبَةَ اَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا ـ

৪৮১২ আবু নুআয়ম (র)..... হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সময় আমাদের স্ত্রীদের সাথে কথা-বার্তা ও হাসি-ঠাট্টা থেকে দূরে থাকতাম এই ভয়ে যে, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে কোন ওহী নাযিল হয়ে যায়। নবী ﷺ -এর ইন্তিকালের পর আমরা তাদের সাথে অবাধে কথাবার্তা বলতাম ও হাসি-ঠাট্টা করতাম।

٢٧٢٦. بَابٌ قَوْلُهُ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

২৭২৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবারকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও

٤٨١٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ ، فَالاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ ، وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ ، اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ ـ

৪৮১৩ আবু নু'মান (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।

banglainternet.com

٢٧٢٧. بَابُ حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ

২৭২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার

٤٨١٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسٰى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ إِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ، قَالَتِ الأُولٰى زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلٰى رَأْسِ جَبَلٍ لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقٰى وَلاَ سَمِيْنٍ فَيُنْتَقَلُ ، قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِيْ لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِيَ الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ ، قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِيْ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَحَرٌّ وَلاَ قَرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ ، قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِيْ إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ ، قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِيَ إِنْ أَكَلَ لَفَّ ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ ، وَلاَ يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ ، قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِيْ غَيَايَاءُ أَوْ غَيَايَاءَ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ ، قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِيْ رَفِيْعُ الْعِمَادِ ، طَوِيْلُ النِّجَادِ ، عَظِيْمُ الرَّمَادِ ، قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ ، قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِيْ مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ لَهُ إِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ ، قَلِيْلاَتُ الْمَسَارِحِ ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ ، قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِيْ أَبُوْ زَرْعٍ فَمَا أَبُوْزَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍ أُذُنَيَّ ،

banglainternet.com

وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَىَّ وَبَجَّحَنِىْ فَبَجِحَتْ اِلَىَّ نَفْسِىْ ، وَجَدَنِىْ فِىْ أَهْلٍ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِىْ فِىْ أَهْلِ صَهِيْلٍ وَاَطِيْطٍ ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ ، فَعِنْدَهُ اَقُوْلُ فَلاَ اُقَبَّحُ ، وَاَرْقُدُ فَاَتَصَبَّحُ ، وَاَشْرَبُ فَاَتَقَنَّحُ ، اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ ، فَمَا اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ، ابْنُ اَبِىْ زَرْعٍ ، فَمَا ابْنُ اَبِىْ زَرْعٍ ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ ، وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ طَوْعُ اَبِيْهَا ، وَطَوْعُ اُمِّهَا وَمِلْ كِسَاءِ هَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ ، فَمَا جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ ، لاَتَبُثُّ حَدِيْثَنَا تَبْثِيْثًا ، وَلاَ تُنَقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا ، وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا قَالَتْ خَرَجَ أَبُوْ زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَقِىَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ ، فَطَلَّقَنِىْ وَنَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَاَخَذَ خَطِّيًّا ، وَاَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا ، وَاَعْطَانِىْ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا ، وَقَالَ كُلِىْ اُمَّ زَرْعٍ ، وَمِيْرِى اَهْلَكِ ، قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ مَا بَلَغَ اَصْغَرَ اٰنِيَةِ اَبِىْ زَرْعٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَاَبِىْ زَرْعٍ لِاُمِّ زَرْعٍ-

৪৮১৪ সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ও আলী ইব্ন হুজর (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ১১ জন মহিলা এক স্থানে একত্রিত হয়ে বসল এবং সকলে মিলে এই কথার ওপর একমত হল যে, তারা নিজেদের স্বামীর ব্যাপারে কোন তথ্যই গোপন রাখবে না। প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অত্যন্ত হাল্কা-পাতলা দুর্বল উটের গোশতের ন্যায় যেন কোন পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে এবং সেখানে আরোহণ করা সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে সেখানে উঠার জন্য কেউ কষ্ট স্বীকার করবে। দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলব না, কারণ আমি ভয় করছি যে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ করা যাবে না। কেননা, যদি আমি তার সম্পর্কে বলতে যাই, তা হলে আমাকে তার সকল দুর্বলতা এবং মন্দ দিকগুলো সম্পর্কেও বলতে হবে।

banglainternet.com

তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (আর সে যদি তা শোনে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর যদি আমি কিছু না বলি, তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। অর্থাৎ তালাকও দেবে না, স্ত্রীর মতো ব্যবহারও করবে না। চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মাঝামাঝি– অতি গরমও না, অতি ঠাণ্ডাও না, আর আমি তাকে ভয়ও করি না, আবার তার প্রতি অসন্তুষ্টও নই। পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে তখন চিতা বাঘের ন্যায় থাকে। যখন বাইরে যায় তখন সিংহের ন্যায় তার স্বভাব থাকে এবং ঘরের কোন কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলে না। ৬ষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন খেতে বসে, তখন সব খেয়ে ফেলে। যখন পান করে, তখন সব শেষ করে। যখন নিদ্রা যায়, তখন একাই চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। এমনকি হাত বের করেও আমার খবর নেয় না। সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন এবং চরম বোকা, সব রকমের দোষ তার আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে অথবা উভয় স্থানে আঘাত করতে পারে। অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর পরশ হচ্ছে খরগোশের মত এবং তার দেহের সুগন্ধ হচ্ছে যারনাব (এক প্রকার বনফুল-এর মত)। নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অতি উচ্চ অট্টালিকার মত এবং তার তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য সে চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (অর্থাৎ সে দানশীল ও সাহসী)। তার ছাইভস্ম প্রচুর পরিমাণের (অর্থাৎ প্রচুর মেহমান আছে এবং মেহমানদারীও হয়) এবং মানুষের জন্য তার গৃহ অবারিত। লোকজন তার সঙ্গে সহজেই পরামর্শ করতে পারে। দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম হল মালিক। মালিকের কি প্রশংসা আমি করব। যা প্রশংসা করব সে তার চেয়ে ঊর্ধ্বে। তার অনেক মঙ্গলময় উট আছে, তার অধিকাংশ উটকেই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের যবাই করে খাওয়ানোর জন্য) এবং অল্প সংখ্যক মাঠে চরার জন্য রাখা হয়। বাঁশির শব্দ শুনলেই উটগুলো বুঝতে পারে যে, তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবাই করা হবে। একাদশতম মহিলা বলল, আমার স্বামী আবু যার'আ। তার কথা আমি কি বলব। সে আমাকে এত বেশি গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে, আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমি নিজকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এনেছে অত্যন্ত গরীব পরিবার থেকে, যে পরিবার ছিল মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক। সে আমাকে অত্যন্ত ধনী পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার আওয়াজ এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ শোনা যায়। সে আমাকে ধন-সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম, সে বিদ্রূপ করত না এবং আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেরী করে উঠতাম এবং যখন আমি পান করতাম, অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যার'আর আম্মার কথা কি বলব! তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল প্রশস্ত। আবু জার'আর পুত্রের কথা কি বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষবদ্ধ তরবারি অর্থাৎ সে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা। আর আবু যার'আর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে কতই না ভাল। সে বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ বাধ্যগত সন্তান। সে অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যে কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবু যার'আর ক্রীতদাসীরও অনেক গুণ। সে আমাদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করত না, সে আমাদের সম্পদকে কমাত না এবং আমাদের বাসস্থানকে আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখত না। সে মহিলা আরও বলল, একদিন দুধ দোহন করার সময় আবু যার'আ বাইরে বেরিয়ে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র-সন্তান রয়েছে। ওরা মায়ের স্তন্য নিয়ে চিতা

banglainternet.com

বাঘের মতে খেলছিল (দুধ পান করছিল)। সে ঐ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হল এবং আমাকে তালাক দিয়ে তাকে শাদী করল। এরপর আমি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে শাদী করলাম। সে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক এক জোড়া আমাকে দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যার'আ! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, পরিধান কর এবং উপহার দাও। মহিলা আরও বলল, সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তা আবু যার'আর একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না (অর্থাৎ আবু যার'আর সম্পদের তুলনায় তা খুবই সামান্য ছিল)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আবু যার'আ তার স্ত্রী উম্মে যার'আর প্রতি যেরূপ (আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ (পার্থক্য এতটুকুই) আমি তোমাকে তালাক দেব না এবং তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করব)।

٤٨١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ فَسَتَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ فَاقْدِرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ ـ

৪৮১৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... হযরত উরওয়া, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন হাবশীরা তাদের বর্শা নিয়ে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিয়ে পর্দা করে তার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমি সেই খেলা দেখছিলাম। যতক্ষণ আমার ভাল লাগছিল ততক্ষণ আমি দেখছিলাম। এরপর আমি স্বেচ্ছায় সেস্থান ত্যাগ করলাম। সুতরাং তোমরা অনুমান করতে পারলে যে, অল্প বয়স্কা মেয়েরা কী পরিমাণ আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করে।

٢٧٢٨. بَابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

২৭২৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দান করা

٤٨١٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيْصًا عَلٰى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا حَتّٰى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ ، بِإِدَاوَةٍ

banglainternet.com

فَتَبَرَّزَ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ، قَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيْ بَنِيْ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِيْ الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ فَرَاجَعَتْنِيْ فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِيْ قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللّٰهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى الَّيْلِ ، فَأَفْزَعَنِيْ ذَالِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ ، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى الَّيْلِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِيْنَ أَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَتَهْلِكِيْ لَاتَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَسَلِيْنِيْ مَابَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ ، قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا ، فَنَزَلَ صَاحِبِيَ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً

banglainternet.com

فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ ، فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ ، قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ ؟ قَالَ لاَ ، بَلْ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَأَهْوَلُ ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ ، فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ اَظُنُّ هٰذَا يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ ، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا ، وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِيَ تَبْكِيْ ، فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ اَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هٰذَا اَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ لاَ اَدْرِيْ هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ فَاِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِيْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلاً ، ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِيْ فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ اَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ الْغُلاَمُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلاَمِ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ ، فَجِئْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا ، قَالَ اِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُوْنِيْ ، فَقَالَ قَدْ اَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَطَلَّقْتَ

banglainternet.com

نِسَائِكَ فَرَفَعَ اِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَسْتَانِسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَاَيْتَنِىْ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَاَيْتَنِىْ وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لاَ يَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ اَوْ ضَاَمَنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ تَبَسُّمَةً اُخْرٰى ، فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَاَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِىْ فِىْ بَيْتِهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ فِىْ بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ اَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسًا وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَاُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَيَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَوَفِىْ هٰذَا اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، اِنَّ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوْا طَيِّبَاتِهِمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْلِىْ ، فَاعْتَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلٰى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ، وَكَانَ قَالَ مَا اَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللّٰهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ ، فَبَدَابِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ كُنْتَ قَدْ اَقْسَمْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهَا شَهْرًا ، وَاِنَّمَا اَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا ، فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ ، فَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ، قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اٰيَةَ التَّخْيِيْرِ فَبَدَابِىْ اَوَّلَ امْرَاَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَائَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ ـ

banglainternet.com

৪৮১৬ আবুল ইয়ামান (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহুদিন ধরে উৎসুক ছিলাম যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করব, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিবিগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন : "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্র নিকট তওবা কর (তবে এটা উত্তম) কেননা, তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।" এরপর একবার তিনি [হযরত উমর (রা)] হজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে হজ্জে গেলাম। (ফিরে আসার পথে) তিনি ইস্তিনজার জন্য রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমি পানি পূর্ণ পাত্র হাতে তাঁর সাথে গেলাম। তিনি ইস্তিনজা করে ফিরে এলে আমি ওযূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি যখন ওযূ করছিলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে কোন্ দু'জন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা কর (তবে তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।" জবাবে তিনি বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! আমি তোমার প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছি। তাঁরা দুজন তো আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)। এরপর হযরত উমর (রা) এই ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, "আমি এবং আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী যিনি উমাইয়া ইব্ন যায়দ গোত্রের লোক এবং তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করত। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে পালাক্রমে সাক্ষাত করতাম। সে একদিন নবী ﷺ -এর দরবারে যেত, আমি আর একদিন যেতাম। যখন আমি দরবারে যেতাম, ঐ দিন দরবারে ওহী অবতীর্ণসহ যা ঘটত সবকিছুর খবর আমি তাকে দিতাম এবং সেও অনুরূপ খবর আমাকে দিত। আমরা কুরাইশরা নিজদের স্ত্রীগণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে এলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে চলেছে। সুতরাং আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি সেরূপ ব্যবহার করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি নারাজ হলাম এবং তাকে উচ্চস্বরে কিছু বললাম, সেও প্রতি-উত্তর দিল। আমার কাছে এ রকম প্রতি-উত্তর দেয়াটা অপছন্দ হল। সে বলল, আমি আপনার কথার পাল্টা উত্তর দিচ্ছি এতে অবাক হচ্ছেন কেন ? আল্লাহ্র কসম, নবী ﷺ-এর বিবিগণ তাঁর কথার মুখে মুখে পাল্টা উত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এক দিন এক রাত পর্যন্ত কথা না বলে কাটান। [হযরত উমর (রা) বলেন], এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং আমি বললাম, তাদের মধ্যে যারা এরূপ করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি আমার কাপড় পরিধান করলাম এবং আমার কন্যা হাফসার ঘরে প্রবেশ করলাম এবং বললাম : হাফসা! তোমাদের মধ্য থেকে কারো প্রতি রাসূল ﷺ কী সারা দিন রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেননি ? সে উত্তর করল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। তোমরা কি এ ব্যাপারে ভীত হচ্ছো না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন ? পরিণামে তোমরা ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাবে। সুতরাং তুমি নবী ﷺ-এর কাছে অতিরিক্ত কোন জিনিস দাবি করবে না এবং তাঁর কথার প্রতি-উত্তর করবে না এবং তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করবে না। তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নেবে। আর তোমার সতীন তোমার চেয়ে অধিক রূপবতী এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিক প্রিয়- তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এখানে সতীন বলতে হযরত আয়েশা (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত উমর (রা) আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গাস্সানের শাসনকর্তা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে তাদের

banglainternet.com

ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার প্রতিবেশী আনসার তার পালার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমত থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি ঘরে আছি কিনা ? আমি শংকিত অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কি ? গাস্সানিরা কি এসে গেছে? সে বলল, না, তার চেয়েও বড় ঘটনা এবং তা ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফ্সা তো ধ্বংস হয়ে গেল, ব্যর্থ হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম, খুব শীগগীরই এরকম একটা কিছু ঘটবে। এরপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের সালাত নবী ﷺ -এর সাথে আদায় করলাম। নবী ﷺ ওপরের কামরায় (মাশরুবা) একাকী আরোহণ করলেন, আমি তখন হাফ্সার কাছে গেলাম এবং তাকে কাঁদতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন ? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করে দেইনি ? নবী ﷺ কি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়েছেন ? সে বলল, আমি জানি না। তিনি ওখানে ওপরের কামরায় একাকী রয়েছেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মিম্বরের কাছে বসলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার অন্তর এ অবস্থা সহ্য করতে পারছিল না। সুতরাং যে ওপরের কামরায় নবী ﷺ অবস্থান করছিলেন আমি সেই ওপরের কামরায় গেলাম এবং তাঁর হাবশী কালো খাদেমকে বললাম, তুমি কি উমরের জন্য নবী ﷺ -এর কাছে যাওয়ার অনুমতি এনে দেবে ? খাদেমটি গেল এবং নবী ﷺ -এর সাথে কথা বলল। ফিরে এসে উত্তর করল, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আপনার কথা বলেছি ; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। তখন আমি ফিরে এলাম এবং যেখানে লোকজন বসা ছিল সেখানে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। তাই আবার এসে খাদেমকে বললাম! তুমি কি উমরের জন্য অনুমতি এনে দিবে ? সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। সুতরাং আমি আবার ফিরে এসে মিম্বরের কাছে ঐ লোকজনের সাথে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। পুনরায় আমি খাদেমের কাছে গেলাম এবং বললাম, তুমি কি উমরের জন্য অনুমতি এনে দেবে ? সে গেল এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে বলতে আসল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করলাম; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। যখন আমি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় খাদেমটি আমাকে ডেকে বলল, নবী ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি খেজুরের চাটাইর ওপর চাদরবিহীন অবস্থায় খেজুরের পাতা ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরে পরিষ্কার চাটাইয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না (অর্থাৎ তালাক দেইনি)। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। এরপর আলাপটা নমনীয় করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি শোনেন তাহলে বলি : আমরা কুরাইশগণ, মহিলাদের ওপর আমাদের প্রতিপত্তি খাটাতাম; কিন্তু আমরা মদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের ওপর নারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান। এ কথা শুনে নবী ﷺ মৃচকি হাসলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি আমার কথার দিকে একটু নজর দেন। আমি হাফ্সার কাছে গেলাম এবং আমি তাকে বললাম, তোমার সতীনের রূপবতী হওয়া ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রিয় পাত্রী হওয়া তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। এর দ্বারা আয়েশা (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা

banglainternet.com

হয়েছে। নবী ﷺ পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আল্লাহ্‌র কসম, শুধুমাত্র তিনটি চামড়া ছাড়া আমি আর তাঁর ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যাতে আপনার উম্মতদের সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমানদের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে এবং তাদের দুনিয়ার আরাম প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়েছে ; অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। এ কথা শুনে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে নবী ﷺ সোজা হয়ে বসে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এই ধারণা পোষণ করছ ? ওরা ঐ লোক, যারা উত্তম কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। হাফ্‌সা (রা) কর্তৃক আয়েশা (রা)-কে কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে নবী ﷺ উনত্রিশ দিন তার বিবিগণ থেকে আলাদা থাকেন। নবী ﷺ বলেছিলেন, আমি এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাব না তাদের প্রতি গোস্বার কারণে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। সুতরাং যখন উনত্রিশ দিন হয়ে গেল, নবী ﷺ সর্বপ্রথম আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে দিয়েই শুরু করলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু এখন তো উনত্রিশ দিনেই এসে গেলেন। আমি প্রতিটি দিন এক এক করে হিসাব করে রেখেছি। নবী ﷺ বললেন, উনত্রিশ দিনেও এক মাস হয়। নবী ﷺ বলেন, এ মাস ২৯ দিনের। হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেন, ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলা ইখতিয়ারের আয়াত নাযিল করেন[১] এবং তিনি তাঁর বিবিগণের মধ্যে আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাকেই গ্রহণ করি। এরপর তিনি অন্য বিবিগণের অভিমত চাইলেন। সকলেই তাই বলল, যা হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন।

٢٧٢٩. بَابُ صَوْمُ الْمَرْأَةُ بِاِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

২৭২৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রীদের নফল রোযা রাখা

٤٨١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَتَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ـ

৪৮১৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখবে না।

٢٧٣٠. بَابُ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

২৭৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন মহিলা তার স্বামীর বিছানা বাদ দিয়ে আলাদা বিছানায় রাত কাটায়

banglainternet.com

১. সূরা আহযাবের ২৮ নং আয়াত নাযিল হয়।

٤٨١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ -

৪৮১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সাথে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর তার স্ত্রী অস্বীকার করে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ মহিলার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে।

٤٨١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ -

৪৮১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে এবং যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে।

٢٧٣١ . بَابٌ لاَتَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

২৭৩১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে স্বামীগৃহে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়

٤٨٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ -

banglainternet.com

৪৮২০ আবুল ইয়ামান (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে, তখন স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখবে না এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দেবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ থেকে খরচ করে, তাহলে স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে। হাদীসটি সিয়াম অধ্যায়ে আবূযযানাদ মূসা থেকে, তিনি নিজ পিতা থেকে এবং তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

٤٨٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ ، وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ ، غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ـ

৪৮২১ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত উসামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন; অথচ ধনবানগণ আটকা পড়ে আছে। বিপরীতে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম যে, অধিকাংশই নারী।

٢٧٣٢ـ بَابٌ كُفْرَانُ الْعَشِيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ الْخَلِيْطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ فِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৭৩২. অনুচ্ছেদ ঃ 'আল-আশীর' অর্থাৎ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া। 'আল-আশীর' বলতে সাথী-সঙ্গী বা বন্ধুকে বোঝায়। এ শব্দ মু'আশারা থেকে গৃহীত। এ প্রসঙ্গে আবূ সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন

٤٨٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً

banglainternet.com

وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ ، لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ هٰذَا ، ثُمَّ رَاَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ، فَقَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ ، اَوْ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا ، وَرَاَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ ، قَالُوْا لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ ، قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ ، لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ـ

৪৮২২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় একদিন সূর্য গ্রহণ আরম্ভ হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতুল খুসূফ বা সূর্যগ্রহণের সালাত পড়লেন এবং লোকেরাও তার সাথে অংশগ্রহণ করল। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন, যাতে সূরা বাকারার সমপরিমাণ কুরআন পাঠ করা যায়। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন এবং মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকলেন; এ প্রথম কিয়ামের চেয়ে কম সময়ের ছিল। তারপর কুরআন তিলাওয়াত করলেন, পুনরায় দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন। কিন্তু এবারের রুকূর পরিমাণ পূর্বের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং সিজদায় গেলেন। এরপর তিনি কিয়াম করলেন, কিন্তু এবারের সময় ছিল পূর্বের কিয়ামের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী। এরপর পুনরায় তিনি রুকূতে গেলেন, কিন্তু এবারের রুকূর সময় পূর্ববর্তী রুকূর সময়ের চেয়ে কম ছিল। এরপর পুনরায় তিনি দাঁড়ালেন। কিন্তু এবারে দাঁড়াবার সময় ছিল পূর্বের চেয়েও কম। এরপরে রুকূতে গেলেন, এবারের রুকূর সময় পূর্ববর্তী রুকূর চেয়ে কম ছিল। তারপর সিজদায় গেলেন এবং সালাত শেষ করলেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। এরপর নবী ﷺ বললেন, চন্দ্র এবং সূর্য এ দু'টি আল্লাহ্র নিদর্শনের অন্যতম। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না। তাই

banglainternet.com

তোমরা যখন প্রথম গ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। এরপর তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনাকে দেখতে পেলাম যে, আপনি কিছু নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, এরপর আবার আপনাকে দেখতে পেলাম যে, আপনি পিছনের দিকে সরে এলেন। নবী ﷺ বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেলাম অথবা আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে এবং আমি সেখান থেকে আঙ্গুরের থোকা ছিঁড়ে আনার জন্য হাত বাড়ালাম এবং তা যদি আমি ধরতে পারতাম, তবে তোমরা তা থেকে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত খেতে পারতে। এরপর আমি দোযখের আগুন দেখতে পেলাম। আমি এর পূর্বে কখনও এত ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি এবং আমি আরও দেখতে পেলাম যে, তার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কারণ কি? তিনি বললেন, এটা তাদের অকৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ। লোকেরা বলল, তারা কি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে নাফরমানী করে? তিনি বললেন, তারা তাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ দেখানো হয়, তার জন্য তাদের শোকর নেই। তোমরা যদি সারা জীবন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর; কিন্তু তারা যদি কখনও তোমার দ্বারা কষ্টদায়ক কোন ব্যবহার দেখতে পায়, তখন বলে বসে, আমি তোমার থেকে জীবনে কখনও ভাল ব্যবহার পেলাম না।

٤٨٢٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ -

৪৮২৩ উসমান ইব্‌ন হায়সাম (র) ..... হযরত ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, দেখলাম, অধিকাংশ বাসিন্দাই হচ্ছে গরীব এবং দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে নারী। আইউব এবং সালম বিন যরীর উক্ত হাদীসের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

٢٧٣٣. بَابٌ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৭৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার স্ত্রীর তোমার ওপর অধিকার আছে। হযরত আবু জুহায়ফা (রা) এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٤٨٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ

banglainternet.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ الَّيْلَ ، قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ـ

৪৮২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আবদুল্লাহ্! আমাকে কি এ খবর প্রদান করা হয়নি যে, তুমি রাতভর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক এবং দিনভর সিয়াম পালন কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তুমি এরূপ করো না, বরং সিয়ামও পালন কর, ইফতারও কর, রাত জেগে ইবাদত কর এবং নিদ্রাও যাও। তোমার শরীরেরও তোমার ওপর হক আছে; তোমার চোখেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর হক আছে।

٢٧٣٤. بَابُ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا

২৭৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী স্বামীগৃহের রক্ষক

٤٨٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ـ

৪৮২৫ আবদান (র) ..... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর রক্ষক, একজন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রক্ষক, একজন নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের রক্ষক। এ ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক, আর তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্ত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

٢٧٣٥. بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

banglainternet.com

২৭৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ পুরুষ মহিলাদের ওপর কর্তৃত্বকারী এবং দায়িত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ..... নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান ও শ্রেষ্ঠ

٤٨٢٦ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اٰلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ ـ

৪৮২৬ খালিদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ শপথ করলেন যে, এক মাসের মধ্যে তিনি স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন না। তিনি নিজের একটি উঁচু কামরায় অবস্থান করছিলেন। উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে তিনি সেখান থেকে নিচে নেমে এলেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি শপথ করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে কোন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٢٧٣٦. بَابُ هِجْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ فِيْ غَيْرِ بُيُوْتِهِنَّ ، وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ غَيْرَ اَنْ لاَ تُهْجَرَ اِلاَّ فِي الْبَيْتِ وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ

২৭৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর আপন স্ত্রীদের সাথে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত এবং তাদের কক্ষের বাইরে অন্য কক্ষে অবস্থানের ঘটনা

٤٨٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ اَنْ لاَيَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ اَوْرَاحَ ، فَقِيْلَ لَهُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ حَلَفْتَ اَنْ لاَتَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ؟ قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا ـ

৪৮২৭ আবূ আসিম (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ শপথ গ্রহণ করলেন যে, এক মাসের মধ্যে তাঁর কতিপয় বিবির নিকট তিনি গমন করবেন না; কিন্তু যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তখন তিনি সকালে কিংবা বিকালে তাঁদের কাছে গেলেন। কোন একজন তাঁকে বললেন,

banglainternet.com

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি শপথ করেছেন এক মাসের মধ্যে কোন বিবির কাছে যাবেন না। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়ে থাকে।

٤٨٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَعْفُوْرٍ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ اَبِى الضُّحٰى ، فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِيْنَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ اَهْلُهَا ، فَخَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ ، فَاِذَا هُوَ مَلاَنُ مِنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَصَعِدَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِيْ غُرْفَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ فَقَالَ لاَ ، وَلٰكِنْ اَلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهِ ـ

৪৮২৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন প্রত্যূষে দেখতে পেলাম নবী ﷺ-এর বিবিগণ কাঁদছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে পরিবারের লোকজনও রয়েছে। আমি মসজিদে গেলাম এবং সেখানকার অবস্থা ছিল জনাকীর্ণ। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সেখানে এলেন এবং নবী ﷺ-এর উপরিস্থিত কক্ষে আরোহণ করলেন এবং সালাম করলেন, কিন্তু নবী ﷺ কোন উত্তর দিলেন না। পুনরায় তিনি সালাম দিলেন ; কিন্তু কেউ কোনরূপ সাড়া দিল না। আবার তিনি সালাম দিলেন; কিন্তু কেউ কোনরূপ জবাব দিল না। এরপর খাদেমকে ডাকলেন এবং তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বললেন, না, কিন্তু আমি শপথ করেছি যে, তাদের কাছে এক মাস পর্যন্ত যাব না। নবী ﷺ উনত্রিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাঁর বিবিগণের কাছে গমন করেন।

٢٧٣٧. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

২৭৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের প্রহার করা নিন্দনীয় কাজ এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ (প্রয়োজনে) তাদেরকে মৃদু প্রহার কর

banglainternet.com

٤٨٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اَمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ اٰخِرِ الْيَوْمِ ـ

৪৮২৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদেরকে গোলামের মত প্রহার করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সাথে তো মিলিত হবে।

٢٧٣٨. بَابُ لاَتُطِيْعُ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا فِيْ مَعْصِيَةٍ

২৭৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ অবৈধ কাজে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে না

٤٨٣٠ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَاْسِهَا ، فَجَائَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِيْ اَنْ اَصِلَ فِيْ شَعَرِهَا ، فَقَالَ لاَ اِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوْصِلاَتُ ـ

৪৮৩০ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে শাদী দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। এরপর সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল, আমার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করিয়ে দেই। তখন নবী ﷺ বললেন, না তা করো না, কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের মহিলাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করে থাকেন, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে।

٢٧٣٩. بَابُ قَوْلُهُ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا

২৭৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, কোন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর পক্ষ থেকে অশোভন ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে

٤٨٣١ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا ، قَالَتْ هِيَ

banglainternet.com

الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيْدُ طَلاَقَهَا ، وَ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا ، تَقُوْلُ لَهُ اَمْسِكْنِىْ وَلاَ تُطَلِّقْنِىْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ غَيْرِىْ ، فَاَنْتَ فِىْ حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَىَّ وَالْقَسْمَةِ لِىْ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ـ

৪৮৩১ ইব্‌ন সালাম (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, "যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে নিষ্ঠুরতা বা উপেক্ষার আশংকা করে" এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলা সম্পর্কে, যার স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে চায় না; বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে শাদী করতে চায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে, আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না বরং অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করে নাও এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে খোরপোষ না-ও দিতে পার আর আমাকে শয্যাসঙ্গিনী না-ও করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী যদি পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই এবং সন্ধি করা উত্তম।

٢٧٤٠. بَابُ الْعَزْلِ

২৭৪০. অনুচ্ছেদ ঃ আযল প্রসঙ্গে

٤٨٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৪৮৩২ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমরা 'আযল' করতাম।

٤٨٣٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ ـ

৪৮৩৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আযল' করতাম, তখন কুরআন নাযিল হত। অন্য সূত্র থেকেও হযরত জাবির (রা) এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٤٨٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ

مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ ، فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَوَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ ـ

৪৮৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালীন সময় গনীমত হিসাবে কিছু দাসী পেয়েছিলাম। আমরা তাদের সাথে আযল করতাম। এরপর আমরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আরে! তোমরা কি এমন কাজও কর ? একই প্রশ্ন তিনি তিনবার করলেন এবং পরে বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যে রূহ পয়দা হবার, তা অবশ্যই পয়দা হবে।

٢٧٤١. بَابُ الْقُرْعَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا

২৭৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করে নেবে

٤٨٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ بْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ اَلاَ تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِيْ وَاَرْكَبُ بَعِيْرَكِ تَنْظُرِيْنَ وَاَنْظُرُ ، فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوْا وَاُفْتُقِدَتْهُ عَائِشَةُ ، فَلَمَّا نَزَلُوْا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْاِذْخِرِ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا اَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِيْ وَلاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا ـ

banglainternet.com

৪৮৩৫ আবু নু'আয়ম (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই নবী ﷺ সফরে যাওয়ার ইরাদা করতেন, তখনই বিবিগণের মাঝে লটারী করতেন। এক সফরের সময় হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত হাফসা (রা)-এর নাম লটারীতে ওঠে। নবী ﷺ -এর অভ্যাস ছিল যখন রাত হত তখন হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হযরত হাফসা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে? হযরত আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাযী আছি। সে হিসাবে হযরত আয়েশা (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর উটে এবং হযরত হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-এর উটে সওয়ার হলেন। নবী ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-এর নির্ধারিত উটের কাছে এলেন, যার ওপর হযরত হাফসা (রা) বসা ছিলেন। তিনি সালাম করলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সবাই অবতরণ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) নবী ﷺ -এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তাঁরা সকলেই অবতরণ করলেন তখন আয়েশা (রা) নিজ পদযুগল 'ইযখির' নামক ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কোন সাপ বা বিচ্ছু পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কিছু বলতে পারব না।

٢٧٤٢. بَابُ الْمَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا ، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذٰلِكَ

২৭৪২. অনুচ্ছেদ ঃ যে স্ত্রী স্বামীকে নিজের পালার দিন সতীনকে দিয়ে দেয় এবং এটা কিভাবে ভাগ করতে হবে

٤٨٣٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ ـ

৪৮৩৬ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওদা বিনতে যাম'আ (রা) তাঁর পালার রাত আয়েশা (রা)-কে দান করেছিলেন। নবী ﷺ হযরত আয়েশা (রা) -এর জন্য দু'দিন বরাদ্দ করেন– একদিন আয়েশা (রা)-এর জন্য নির্দিষ্ট দিন এবং সওদা (রা)-এর দিন।

٢٧٤٣. بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ اِلٰى قَوْلِهِ : وَاسِعًا حَكِيْمًا

banglainternet.com

২৭৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করা। আল্লাহ্ বলেন, "স্ত্রীদের মধ্যে পুরাপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে ..... বস্তুত আল্লাহ্ বিশাল ক্ষমতার মালিক এবং মহাজ্ঞানী"

٢٧٤٤. بَابٌ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

২৭৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ যদি বিধবা বিবাহিতা স্ত্রী'র উপস্থিতিতে কুমারী মেয়ে শাদী করে

٤٨٣٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ وَلَوْشِئْتُ اَنْ اَقُوْلَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلٰكِنْ قَالَ السُّنَّةُ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ـ

৪৮৩৭ মুসাদ্দাদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সুন্নত এই যে, যদি কেউ কুমারী মেয়ে শাদী করে, তবে তার সাথে সাত দিন-রাত্রি যাপন করতে হবে আর যদি কেউ কোন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তার সাথে যেন তিন দিন অতিবাহিত করে।

٢٧٤٥. بَابٌ اِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

২৭৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় শাদী করে কোন বিধবাকে

٤٨٣٨ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَ خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ، وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ ، وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ اِنَّ اَنَسًا رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ـ

৪৮৩৮ ইউসুফ ইবনে রাশিদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সুন্নত হচ্ছে, যদি কেউ বিধবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী শাদী করে তবে সে যেন তার সঙ্গে সাত দিন

banglainternet.com

অতিবাহিত করে এবং এরপর পালা অনুসারে এবং কেউ যদি কোন বিধবাকে শাদী করে এবং তার ঘরে পূর্ব থেকেই কুমারী স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তার সাথে তিন দিন কাটায় এবং তারপর পালাক্রমে। হযরত আবূ কিলাবা (র) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে বলতে পারতাম যে, হযরত আনাস (রা) এ হাদীস রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। হযরত আবদুর রাযযাক বলেন, আমি ইচ্ছা করলে বলতে পারতাম যে, খালেদ এই হাদীস রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন।

٢٧٤٦. بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِيْ غُسْلٍ وَاحِدٍ

২৭৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি একই গোসলে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়

٤٨٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْلَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ ـ

৪৮৩৯ আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র)..... হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ একই রাতে সকল বিবির সাথে মিলিত হয়েছেন। ঐ সময় তাঁর সর্বমোট ন'জন বিবি ছিল।

٢٧٤٧. بَابُ دُخُوْلُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

২৭৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ দিবাভাগে স্ত্রীদের নিকট গমন করা

٤٨٤٠ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوْ مِنْ اِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَاحْتَبَسَ اَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ ـ

৪৮৪০ ফারওয়া (র)..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ আসরের সালাত শেষ করতেন, তখন স্বীয় স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে কোন একজনের নিকট গমন করতেন। একদিন তিনি বিবি হাফসা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় কাটালেন।

banglainternet.com

٢٧٤٨. بَابٌ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

২৭৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থতার সময় স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে এক স্ত্রীর কাছে সেবা-শুশ্রূষার জন্য থাকে এবং তাকে যদি সবাই অনুমতি দেয়

٤٨٤١ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَّ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي ، فَقَبَضَهُ اللّٰهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي ، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي -

৪৮৪১ ইসমাঈল (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর যে অসুখে ইন্তিকাল করেছিলেন, সেই অসুখের সময় জিজ্ঞেস করতেন, আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? তিনি আয়েশা (রা)-এর পালার জন্য এরূপ বলতেন। সুতরাং উম্মাহাতুল মু'মিনীন তাঁকে যার ঘরে ইচ্ছা থাকার অনুমতি দিলেন এবং তিনি ওফাত পর্যন্ত আয়েশা (রা)-এর ঘরেই অবস্থান করেন এবং সেখানে তাঁর স্বাভাবিক পালার দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমার কাছে থাকার পালার দিনই আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী ﷺ-কে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে গেলেন এ অবস্থায় যে, আমার বুক ও গলার মাঝখানে তাঁর বুক ও মাথা ছিল এবং তাঁর মুখের লালা আমার মুখের লালার সঙ্গে মিশেছিল।[১]

٢٧٤٩. بَابٌ حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

২৭৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর চেয়ে বেশি ভালবাসা

٤٨٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ ، فَقَالَ

banglainternet.com

১. হযরত আয়েশা (রা) কাঁচা মিসওয়াক চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিলেন এবং তিনি নিজ দন্ত দ্বারা চিবালেন, এমনি করে একজনের মুখের লালা অন্যের মুখে গেল।

يَابُنَيَّةُ ، لاَ يَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِىْ اَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاهَا ، يُرِيْدُ عَائِشَةَ ، فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَبَسَّمَ -

৪৮৪২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত উমর (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আমার কন্যা! তার আচরণ-ব্যবহার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না, কারণ সে তার সৌন্দর্য ও তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভালবাসার কারণে গর্ব অনুভব করে। এ কথার দ্বারা তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বুঝিয়েছিলেন। তিনি আরো বললেন, আমি এ ঘটনা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -এর কাছে বললাম। তিনি এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

٢٧٥٠. بَابُ الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهٰى مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

২৭৫০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন নারী কর্তৃক কৃত্রিম সাজ-সজ্জা করা এবং সতীনের মুকাবিলায় আত্মগরিমা প্রকাশ করা নিষেধ

٤٨٤٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِىْ غَيْرَ الَّذِىْ يُعْطِيْنِىْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَالَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ -

৪৮৪৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, কোন একজন মহিলা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সতীন আছে। এখন তাকে রাগানোর জন্য যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা বাড়িয়ে বলি, তাতে কি কোন দোষ আছে ? রাসূল ﷺ বললেন ঃ যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরূপ প্রতারকের কাজ, যে প্রতারণার জন্য দু প্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরল।

banglainternet.com

٢٧٥١. بَابُ الْغَيْرَةِ وَقَالَ وَرَّادٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّيْ

২৭৫১. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদাবোধ। হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) বললেন, আমি যদি অন্য কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে দেখতে পাই; তাহলে আমি তাকে তরবারির ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব অর্থাৎ হত্যা করব। নবী ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে বললেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধের কারণে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ ? (আল্লাহ্‌র কসম!) আমার আত্মমর্যাদাবোধ তার চেয়েও অনেক বেশি এবং আল্লাহ্‌র আত্মমর্যাদাবোধ আমার চেয়েও অনেক বেশি

٤٨٤٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ ، مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا اَحَدٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ ـ

৪৮৪৪ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাশীল কেউ নয় এবং এ কারণেই তিনি সকল অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন আর (আল্লাহ্‌র) প্রশংসার চেয়ে আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয় কিছু নেই।

٤٨٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا اَحَدٌ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَرَى عَبْدَهُ اَوْ اَمَتَهُ تَزْنِيْ ، يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ـ

৪৮৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই। তিনি তার কোন বান্দা নর হোক কি নারী হোক তার ব্যভিচার তিনি দেখতে চান না। হে উম্মতে মুহাম্মদী! যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে খুব কম হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে।

٤٨٤٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ اَسْمَاءَ اَنَّهَا سَمِعَتْ

banglainternet.com

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاشَيْءَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ ، وَعَنْ يَحْيٰى اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ -

৪৮৪৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই। ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সালামা (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি নবী ﷺ -কে অনুরূপ হাদীস বলতে শুনেছেন।

٤٨٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللّٰهِ اَنْ يَاْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ -

৪৮৪৭ আবূ নুআয়ম (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আত্মমর্যাদাবোধ আছে এবং আল্লাহ্‌র আত্মমর্যাদাবোধ এই যে, যেন কোন মু'মিন বান্দা হারাম কাজে লিপ্ত না হয়।

٤٨٤٨ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْاَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوْكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ ، فَكُنْتُ اَعْلِفُ فَرَسَهُ وَاَسْتَقِي الْمَاءَ وَاَخْرِزُ غَرْبَهُ وَاَعْجِنُ ، وَلَمْ اَكُنْ اُحْسِنُ اَخْبِزُ ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ اَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي اَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاْسِيْ وَهِيَ مِنِّيْ عَلٰى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوٰى عَلٰى رَاْسِيْ ، فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَدَعَانِيْ ثُمَّ قَالَ اِخْ اِخْ لِيَحْمِلَنِيْ خَلْفَهُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ اَغْيَرَ النَّاسِ ، فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ قَدِ

banglainternet.com

اسْتَحْيَيْتُ فَمَضٰى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى رَأْسِي النَّوٰى ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لَحَمْلُكِ النَّوٰى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوْبِكِ مَعَهُ ، قَالَتْ حَتّٰى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذٰلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي -

৪৮৪৮ মাহমুদ (র) ..... হযরত আসমা বিন্‌তে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যুবায়র (রা) আমাকে শাদী করলেন, তখন তার কাছে কোন ধন-সম্পদ ছিল না, এমন কি কোন স্থাবর জমি-জমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধু মাত্র কুয়ো থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তাঁর উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম; কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না। তাই আনসারী প্রতিবেশী মহিলারা আমার রুটি তৈরিতে সাহায্য করত। আর তারা ছিল খুবই উত্তম নারী। রাসূল ﷺ যুবায়র (রা)-কে একখণ্ড জমি দিয়েছিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ঐ জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দু'মাইল। একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাক্ষাত হল, তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে কয়েকজন আনসারও ছিল। নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পিঠে বসার জন্য তাঁর উটকে আখ্! আখ্! বললেন, যাতে উটটি বসে এবং আমি তাঁর পিঠে আরোহণ করতে পারি। আমি পরপুরুষের সাথে একত্রে যাওয়াকে লজ্জাবোধ করতে লাগলাম এবং যুবায়র (রা)-এর আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়ল। কেননা, সে ছিল খুব আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বুঝতে পারলেন, আমি খুব লজ্জিত বোধ করছি। সুতরাং তিনি এগিয়ে চললেন। আমি যুবায়র (রা)-এর কাছে পৌঁছলাম এবং বললাম, আমি খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে রাসূল ﷺ -এর সাথে আমার দেখা হয় এবং তাঁর সাথে কিছুসংখ্যক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁর উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, যেন আমি তাতে সওয়ার হতে পারি। কিন্তু আমি তোমার আত্মসম্মানের কথা চিন্তা করে লজ্জা অনুভব করলাম। এ কথা শুনে যুবায়র (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় বহন করা তাঁর সাথে উটে চড়ার চেয়ে আমার কাছে বেশি লজ্জাজনক। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘোড়া দেখাশুনার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদেম পাঠিয়ে দিলেন। এরপরই আমি যেন রেহাই পেলাম।

٤٨٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ

banglainternet.com

فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ الَّذِيْ كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتّٰى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيْحَةَ إِلَى الَّتِيْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِ الَّتِيْ كُسِرَتْ ـ

৪৮৪৯ আলী ইব্‌ন মাদানী (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূল ﷺ তার জনৈকা বিবির কাছে ছিলেন। ঐ সময় উম্মুহাতুল মু'মিনীনের আর একজন একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে বিবির ঘরে নবী ﷺ অবস্থান করছিলেন সে বিবি খাদেমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী ﷺ পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আম্মাজীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তারপর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং যে বিবির কাছে ছিলেন তাঁর কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল, তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার কাছেই রাখলেন।

٤٨٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الْمَقْدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ إِلَّا عِلْمِيْ بِغَيْرَتِكَ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَوْ عَلَيْكَ أَغَارُ ـ

৪৮৫০ মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (র) .... হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার প্রাসাদ ? তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, এই প্রাসাদটি হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলাম; কিন্তু [তিনি সেখানে উপস্থিত হযরত উমর (রা)-এর উদ্দেশ্যে বললেন] তোমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে সেখানে প্রবেশে বাধা দিল। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার ক্ষেত্রেও আমি (উমর) আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করব ?

banglainternet.com

٤٨٥١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا لِعُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَبَكٰى عُمَرُ وَهُوَ فِى الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ اَوَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ ـ

৪৮৫১ আবদান (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় জান্নাতে একটি প্রাসাদের পার্শ্বে একজন মহিলাকে ওযূ করতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রাসাদটি কার ? আমাকে বলা হলো, এটা উমর (রা)-এর। তখন আমি উমরের আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করে পিছন ফিরে চলে এলাম। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) সেই মজলিসেই কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথেও কি আমি আত্মসম্মানবোধ বজায় রাখব ?

٢٧٥٢ـ بَابُ غَيْرَةُ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

২৭৫২. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের বিরোধিতা এবং তাদের ক্রোধ

٤٨٥٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً ، وَاِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبٰى ، قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ ، فَقَالَ اَمَّا اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً فَاِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَاِذَا كُنْتِ غَضْبٰى قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَهْجُرُ اِلَّا اسْمَكَ ـ

banglainternet.com

৪৮৫২ উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, "আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক এবং কখন রাগান্বিত হও।" আমি বললাম, কি করে আপনি তা বুঝতে সক্ষম হন ? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, না! মুহাম্মদ ﷺ

-এর রব-এর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি নারাজ থাকলে বল, না! ইবরাহীম (আ)- এর রব-এর কসম! শুনে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম মুবারক উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।

٤٨٥٣ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ـ

৪৮৫৩ আহমদ ইব্‌ন আবূ রাজা (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিবিগণের মধ্য থেকে খাদীজা (রা)-এর চেয়ে অন্য কোন বিবির প্রতি বেশি ঈর্ষা-পোষণ করিনি। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায় তাঁর কথা স্মরণ করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে [খাদীজা (রা)]-কে জান্নাতের মধ্যে একটি মতির প্রাসাদের সুসংবাদ দেবার জন্য জ্ঞাত করানো হয়েছিল।

٢٧٥٣. بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

২৭৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ কন্যার মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাধা প্রদান এবং ইনসাফমূলক কথা

٤٨٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا نِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هُكَذَا ـ

৪৮৫৪ কুতায়বা (র) ..... হযরত মিসওয়ার ইব্‌ন মখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, বনি হিশাম ইব্‌ন মুগীরা, আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের

banglainternet.com

কাছে তাদের মেয়ে শাদী দেবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে ; কিন্তু আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আলী ইব্ন আবু তালিব আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এর পরেই সে তাদের মেয়েকে শাদী করতে পারে। কেননা, ফাতেমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা এবং সে যা ঘৃণা করে, আমিও তা ঘৃণা করি এবং তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।

٢٧٥٤. بَابُ يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ. وَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ تَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلْذُنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ

২৭৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। আবু মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (এমন একটা সময় আসবে যখন) একজন পুরুষ দেখতে পাবে, তার পেছনে চল্লিশজন নারী অনুসরণ করছে আশ্রয়ের জন্য। কেননা, তখন পুরুষের সংখ্যা অনেক কমে যাবে আর নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে

٤٨٥٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَتَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ ـ

৪৮৫৫ হাফস ইব্ন উমরুল হাওদী (র) ..... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে একখানি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে শুনেছি এবং আমি ছাড়া আর কেউ সে হাদীস বলতে পারবে না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে ইল্ম উঠে যাবে, অজ্ঞতা বেড়ে যাবে, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, মদ্য পানের মাত্রা বেড়ে যাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা এত অধিক হারে বেড়ে যাবে যে, একজন পুরুষকে পঞ্চাশজন নারীর দেখাশুনা করতে হবে।

٢٧٥٥. بَابُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُوْ مَحْرَمٍ وَالدُّخُوْلُ عَلَى الْمُغِيْبَةِ

banglainternet.com

২৭৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ 'মাহ্‌রম' অর্থাৎ যার সাথে শাদী হারাম সে ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে কোন নারী নির্জনে দেখা করবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর কাছে কোন পুরুষের গমন (হারাম)

٤٨٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ـ

৪৮৫৬ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... হযরত উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। জনৈক আনসার জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দেশ ? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য।

٤٨٥٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَاَةٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِمْرَاَتِىْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا كَذَا ، قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَاَتِكَ ـ

৪৮৫৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মাহ্‌রমের উপস্থিতি ব্যতীত কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে সাক্ষাত করবে না। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার স্ত্রী হজ্জ করার জন্য বেরিয়ে গেছে এবং অমুক অমুক জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, ফিরে যাও এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে হজ্জ সমাপন কর।

٢٧٥٦. بَابُ مَا يَجُوْزُ اَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْاَةِ عِنْدَ النَّاسِ

২৭৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ লোকজনের উপস্থিতিতে স্ত্রীলোকের সাথে পুরুষের কথা বলা বৈধ

banglainternet.com

٤٨٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَائَتِ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَلَابِهَا ، فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكُنَّ لَاَحَبُّ النَّاسُ اِلَيَّ -

৪৮৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক আনসারী মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এলে, তিনি তাকে ডেকে এক পার্শ্বে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা আমার কাছে সকল লোকের চেয়ে অধিক প্রিয়।

٢٧٥٧. بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُوْلِ الْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْاَةِ

২৭৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে পুরুষ মহিলার মত সাজ-গোজ করে, তার সাথে কোন নারীর চলাফেরা নিষেধ

٤٨٥٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِاَخِيْ اُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اُمَيَّةَ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا اَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاتَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيْكُمْ -

৪৮৫৯ উসমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ..... হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তার কাছে থাকাকালে সেখানে একজন মেয়েলী ভাবাপন্ন পুরুষ ছিল। ঐ মেয়েলী পুরুষটি উম্মে সালামার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবু উমাইয়াকে বলল, যদি আগামীকাল আপনাদেরকে আল্লাহ্ তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি আপনাকে গায়লানের মেয়েকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা, সে এত মেদবহুল যে, সে সম্মুখ দিকে আগমন করলে তার পেটের চামড়ায় চার ভাঁজ পড়ে আর পিছু ফিরে যাওয়ার সময় আট ভাঁজ পড়ে। একথা শোনার পর নবী ﷺ বললেন, (এ মেয়েলী পুরুষ হিজড়া) সে যেন কখনো তোমাদের কাছে আর না আসে।

٢٧٥٨. بَابُ نَظَرُ الْمَرْاَةِ اِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ

banglainternet.com

২৭৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ হাব্‌শী বা অনুরূপ লোকদের প্রতি মহিলাদের সন্দেহজনক না হলে দৃষ্টি দেয়া যায়

٤٨٦٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ عِيْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ ، وَاَنَا اُنْظُرُ اِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّذِيْ اَسْاَمُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ -

৪৮৬০ ইসহাক ইব্‌ন ইববাহীম (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলা খেলছিল। আমি খেলা দেখে বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখছিলাম। তখন নবী ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তোমরা অনুমান কর যে, অল্পবয়স্কা মেয়েরা খেলাধূলা দেখতে কি পরিমাণ আগ্রহী।

٢٧٥٩. بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

২৭৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনে মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া

٤٨٦١ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً فَرَاٰهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ اِنَّكِ وَاللّٰهِ يَاسَوْدَةُ مَاتَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَرَجَعَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ وَهُوَ فِيْ حُجْرَتِيْ يَتَعَشّٰى ، وَاِنَّ فِيْ يَدِهِ لَعَرْقًا فَاَنْزَلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ قَدْ اَذِنَ اللّٰهُ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ -

৪৮৬১ ফারওয়া ইব্‌ন আবুল মাগরা (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে উম্মেহাতুল মু'মিনীন সওদা বিনত জামাআ (রা) কোন কারণে বাইরে গেলেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! হে সাওদা (রা) তুমি নিজকে আমাদের কাছ থেকে লুকাতে পারনি। এতে তিনি নবী ﷺ -এর নিকট ফিরে গেলেন এবং উক্ত ঘটনা তাঁর কাছে বললেন। তিনি তখন আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এবং তাঁর হাতে গোশতপূর্ণ একখানা হাড় ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে ওহী নাযিল হল। যখন ওহী নাযিল হওয়া শেষ হল, তখন নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রয়োজনে তোমাদের জন্য বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।

banglainternet.com

٢٧٦٠. بَابُ اسْتِئْذَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوْجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

২৭৬০. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে অথবা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ

٤٨٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اسْتَاذَنَتِ امْرَأَةُ اَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا ـ

৪৮৬২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... সালিমের পিতা [ইব্‌ন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তাহলে তাকে নিষেধ করো না।

٢٧٦١ـ بَابُ مَايَحِلُّ مِنَ الدُّخُوْلِ ، وَالنَّظَرِ اِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

২৭৬১. অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত মহিলার সাথে দুধ পান করার কারণে দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তা হয়েছে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করা এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়

٤٨٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَاذَنَ عَلَيَّ فَاَبَيْتُ اَنْ اَذَنَ لَهُ حَتّٰى اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَاْذَنِيْ لَهُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِي الْمَرْاَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ـ

banglainternet.com

৪৮৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা এলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন ; কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অনুমতি নেয়া ছাড়া প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসার পর তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি হচ্ছেন তোমার চাচা। সুতরাং তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে মহিলা দুধ পান করিয়েছেন ; কিন্তু কোন পুরুষ আমাকে দুধ পান করায়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে তোমার চাচা, সুতরাং তাঁকে তোমার কাছে আসার অনুমতি দাও। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই ঘটনা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। তিনি আরও বলেন, জন্মসূত্রে যারা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম।

٢٧٦٢. بَابٌ لاَتُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا

২৭৬২. অনুচ্ছেদ ঃ এক মহিলা আর এক মহিলার সঙ্গে দেখা করে তার বর্ণনা যেন নিজের স্বামীর কাছে না দেয়

٤٨٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ـ

৪৮৬৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তার বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে (স্বামী) তাকে (ঐ নারীকে) দেখতে পাচ্ছে।

٤٨٦٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ـ

৪৮৬৫ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তার বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে তাকে দেখতে পাচ্ছে।

banglainternet.com

٢٧٦٣. بَابُ قَوْلُ الرَّجُلِ لأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ

২৭৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির এ কথা বলা যে, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হব

٤٨٦٦ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَاَةٍ ، تَلِدُ كُلُّ امْرَاَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ، فَاَطَافَ بِهِنَّ ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ نِصْفَ اِنْسَانٍ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ اَرْجٰى لِحَاجَتِهِ ـ

৪৮৬৬ মাহমুদ (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ) একদা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার একশত বিবির সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। এ কথা শুনে একজন ফেরেশতা বলেছিলেন, আপনি 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলুন ; কিন্তু তিনি এ কথা ভুলক্রমে বলেননি। এরপর তিনি তার বিবিগণের সঙ্গে মিলিত হলেন ; কিন্তু তাদের কেউ কোন সন্তান প্রসব করল না। শুধুমাত্র একজন বিবি একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। নবী ﷺ বলেন, যদি হযরত সুলায়মান (আ) 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলতেন, তাহলে আল্লাহ্ তাঁর আশা পূর্ণ করতেন। আর সেটাই ছিল তাঁর প্রয়োজন মেটানোর জন্য উত্তম।

٢٧٦٤. بَابُ لاَيَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلاً اِذَا اَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ اَنْ يُخَوِّنَهُمْ اَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَتَهُمْ

২৭৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন লোক দূরে থাকে অথবা পরিবার থেকে অনেকদিন অনুপস্থিত থাকে, তাহলে বাড়ি আসার পর সঙ্গে সঙ্গেই রাতে ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়, যাতে করে সে এমন কিছু পায় যা তাকে আপন পরিবার সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে, অথবা তাদের কোন ত্রুটি আবিষ্কার করে।

banglainternet.com

٤٨٦٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ اَنْ يَاْتِيَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ طُرُوْقًا ـ

৪৮৬৭ আদম ..... হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সফর থেকে এসে রাতে ঘরে প্রবেশ করা অপছন্দ করতেন।

٤٨٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ اَهْلَهُ لَيْلاً ـ

৪৮৬৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ..... হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকে রাতে আকস্মিকভাবে তার ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

٢٧٦٥ـ بَابُ طَلَبِ الْوَلَدِ

২৭৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান কামনা করা

٤٨٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِيْ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ اِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ اَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا ، قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اُمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ اَنَّهُ قَالَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَلْكَيْسَ اَلْكَيْسَ يَا جَابِرُ ، يَعْنِي الْوَلَدَ ـ

৪৮৬৯ মুসাদ্দাদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমি রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, আমি আমার মন্থর গতি উটের পিঠে ত্বরা করতে

banglainternet.com

লাগলাম। তখন আমার পিছনে একজন আরোহী এসে মিলিত হলেন। তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি রাসূল ﷺ। তিনি বললেন, তোমার এ ব্যস্ততার কারণ কি ? আমি বললাম, আমি সদ্য শাদী করেছি। তিনি বললেন, কুমারী, না পূর্ব-বিবাহিতা বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন ? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে, আর সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। (রাবী) বলেন, আমরা মদীনায় পৌঁছে নিজ নিজ বাড়িতে যাইতে চাইলাম। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর– পরে রাতে অর্থাৎ এশা নাগাদ ঘরে যাবে, যাতে এলোকেশী নারী তার চুল আঁচড়িয়ে নিতে পারে এবং প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে। (রাবী) বলেন, আমাকে এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেছেন, রাসূল ﷺ এ হাদীসে এও বলেছেন যে, হে জাবির। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও। (কোন রাবী বলেন) অর্থাৎ সন্তান কামনা কর, সন্তান কামনা কর।

٤٨٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلٰى اَهْلِكَ حَتّٰى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْكَيْسِ ـ

৪৮৭০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, সফর থেকে রাতে প্রত্যাবর্তন করে গৃহে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না স্বামীর অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে এবং রুক্ষকেশী স্ত্রী চিরুনী করে নিতে পারে। (রাবী), বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমর কর্তব্য সন্তান কামনা করা, সন্তান কামনা করা। উবায়দুল্লাহ্ (র) ওয়াহাব (র) থেকে জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে 'সন্তান অন্বেষণ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

٢٧٦٦. بَابُ تَسْتَحِدُّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطُ

২৭৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করবে এবং রুক্ষকেশী নারী (মাথায়) চিরুনি করে নেবে

٤٨٧١. حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِىْ

banglainternet.com

قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِيْ فَنَخَسَ بَعِيْرِيْ بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعِيْرِيْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْاِبِلِ ، فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ اَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا ، قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلًا اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ ـ

৪৮৭১ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ -এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, আমি আমার মন্থর গতি সম্পন্ন উটের পিঠে ত্বরা করতে লাগলাম। একটু পরেই জনৈক আরোহী আমার পিছনে এসে মিলিত হলেন এবং তাঁর লাঠি দ্বারা আমার উটটিকে খোঁচা দিলেন। এতে আমার উটটি সর্বোৎকৃষ্ট উটের ন্যায় চলতে লাগল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে, তিনি রাসূল ﷺ। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি সদ্য বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, বিয়ে করেছ ? বললাম, জি- হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিধবা ? আমি বললাম, বরং বিধবা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন ? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে আর সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। রাবী বলেন, এরপর আমরা যখন মদীনায় উপস্থিত হয়ে (নিজ নিজ গৃহে) প্রবেশে উদ্যত হলাম, তখন তিনি বললেন, আস, সকলে রাতের অর্থাৎ সন্ধ্যায় প্রবেশ করবে, যাতে এলোকেশী নারী চিরুনি করে নিতে পারে এবং স্বামী অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করে নিতে পারে।

٢٧٦٧ـ بَابٌ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اِلٰى قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

২৭৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ "তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে।" (২৪ ঃ ৩১)

٤٨٧٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِاَىِّ شَىْءٍ جُرِحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَسَاَلُوْا سَهْلَ

banglainternet.com

بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَكَانَ مِنْ أَخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِيٌّ يَأْتِيْ بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ ، فَأُخِذَ حَصِيْرٌ فَحُرِّقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ -

৪৮৭২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হাযিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ক্ষতস্থানে কি ঔষধ লাগানো হয়েছিল, এ নিয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। পরে তারা সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদীকে জিজ্ঞেস করল, যিনি মদীনার অবশিষ্ট নবী ﷺ সাহাবিগণের সর্বশেষ ছিলেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই। ফাতেমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল হতে রক্ত ধৌত করছিলেন আর আলী (রা) ঢালে করে পানি আনছিলেন। পরে একটি চাটাই পুড়ে, তা ক্ষতস্থানে চতুর্দিকে লাগিয়ে দেয়া হল।

٢٧٦٨. بَابٌ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

২৭৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি

٤٨٧٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيْدَ أَضْحًى أَوْ فِطْرًا ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَلَوْلاَ مَكَانِيْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ ، يَعْنِيْ مِنْ صِغَرِهِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلاَلٍ ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ -

৪৮৭৩ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবিস থেকে বর্ণিত যে, আমি জনৈক ব্যক্তিকে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছি যে, আপনি আযহা বা ফিতরের কোন ঈদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তবে তাঁর সাথে আমার এত ঘনিষ্ঠতা না থাকলে স্বল্প বয়সের দরুন আমি তাঁর সাথে উপস্থিত হতে পারতাম না। তিনি (আরও) বলেন,

banglainternet.com

রাসূল ﷺ বের হলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন, এরপর খুতবা দিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি মহিলাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে ওয়াজ ও নসীহত করলেন ও তাদেরকে সাদকা করার আদেশ দিলেন। (রাবী বলেন,) আমি দেখলাম, তারা তাদের কর্ণ ও কণ্ঠের দিকে হাত প্রসারণ করে (গয়নাগুলো) বিলালের কাছে অর্পণ করছে। এরপর রাসূল ﷺ ও বিলাল (রা) গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

٢٧٦٩. بَابُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَلْ اَعْرَسْتُمُ الَيْلَةَ وَطَعْنُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِى الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ

২৭৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির তার সাথীকে এ কথা বলা যে, তোমরা কি গত রাতে সহবাস করেছ ? এবং ধমক দেয়া কালে কোন ব্যক্তির তার কন্যার কোমরে আঘাত করা

٤٨٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِى اَبُوْ بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِىْ بِيَدِهِ فِىْ خَاصِرَتِىْ فَلاَ يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَاْسُهُ عَلٰى فَخِذِىْ -

৪৮৭৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং আমার কোমরে তাঁর হাত দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। আমার উরুর ওপর রাসূল ﷺ -এর মস্তক থাকায় আমি নড়াচড়া করতে পারিনি।

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/৬৭৬৩(উ)—৫,২৫০

banglainternet.com